কংসবিনাশ কাব্য।

শ্রীদীননাথ ধর

প্রণীত।

শৃণু মে ভাষণং সৌম্য শুক্তৌ মুক্তা প্রজায়তে।
কণ্টকস্য বনে লভ্যং কোমলং কুসুমং ভবেৎ॥

আঘ্রাণ না করে পুষ্প [illegible] [illegible]।
কেমনে বলিবে [illegible] গন্ধ নাহি ফুলে।

কলিকাতা।

খোড়োপোস্তা ১৬৫ সংখ্যক ভবনে
সাহস যন্ত্রে যন্ত্রিত।

সম্বৎ ১৯১৮। অগ্রহায়ণ।

অশুদ্ধ-শোধন।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২	২	শ্বেতাম্বরে	শ্বেতাম্বরে
৬	১৪	বীজ	জীব
৮	১	কুসুমদাম সুষম সুন্দর	সুষমদাম কুসুম সুন্দর
৮	২	পরে	পড়ে
২৩	২৫	সোহাগে	সোহাগ
২৪	৩	কন	কেন
৩০	২৩	ঘরণি	ঘরণী
৩৯	৪	বাল	কাল
৪০	১২	উরিছে	উঠিছ
৭৭	২০	সৌন্দর্য্য	সৌন্দর্য্যে
৮৩	৫	মারিল	মরিল
ঐ	১৩	আগমে	অগমে
৮৮	১৭	রহি	রহে
৮৯	২১	যাহ	যাহা
৯০	১০	বিভু	বিভা
৯১	১৩	মোরে	মোরা
৯৩	২৫	বতি	রতি
ঐ	২৬	দৈত্য	দৈত্যে
৯৫	৭	তরুলতাপর	তরুলতোপর
৯৮	১৮	উত্তরিল	উত্তরিল
১০২	২	বন্ধনে	রন্ধনে
১০২	২২	পাড়িল	পড়িল

কংসবিনাশ কাব্য।

প্রথম সর্গ।

শিশুকে কোলেতে যথা করিয়া ধারণ।
প্রসূতি শশীর শোভা করান দর্শন॥
তেমতি আমার প্রতি হয়ে হৃষ্টা অতি।
দেখায়েছ কত রঙ্গ তুমি গো ভারতি॥
লয়ে কমনীয় কাব্য উদ্যান ভিতর।
হাতে তুলি দিলে নব কুসুম বিস্তর॥
সে রূপ সোহাগ আশ করি আরবার।
পুনরপি চাহি মাতঃ করুণা তোমার॥
যেই স্থানে একবার পাইনু রতন।
কেন না তথায় পুনঃ করিব গমন॥
প্রলোভ, বালকে কেন দেখালে আপনি।
তাই সে সাহসে পুনঃ আসে গো জননি॥

যে সব প্রফুল্ল ফুল তুলে দিলে করে।
তেমতি আবার, ওগো চাহি শ্বেতাম্বরে ॥
নূতন প্রসূনে পুনঃ হয়েছে বাসনা।
কৃপাকরি, মূঢ়ে, মাতঃ, না কর ছলনা ॥
বিশেষতঃ প্রসূপাশে শিশু আবদার।
অনায়াসে করিবারে পারে বারম্বার ॥
তুমিত করিলে দয়া তাই বীণাপাণি।
মূকের মুখেতে তত নিঃসরিল বাণী ॥
নরে যাহা কভু নাহি করে নিরীক্ষণ।
কেমনে মানব আমি করিব বর্ণন ॥
[illegible]
[illegible]
সেই হেতু দয়াময়ি, হৃদয়েতে উর।
দয়া করি এ দাসের মনোবাঞ্ছা পূর ॥
উজ্জ্বলহ চিত্ত-চক্ষু, করি দরশন।
চর্ম্ম অক্ষি নাহি যাহা হেরিল কখন ॥
দুর্গম গোলোক দিব্য, বাঞ্ছে বিরিঞ্চন।
সুজনসুলভ সুরগণ আকিঞ্চন ॥
বৈকুণ্ঠ, বিকৃতি শূন্য স্থিত সর্ব্বোপরি।
সুবর্ণ শৃঙ্খলে শূন্যে আছে সূর্য্যে ধরি ॥
জগতী জিনিয়া পুর অতিমনোহর।
সৌন্দর্য্য মাধুরী মরি রূপের আকর ॥
বিকট আকার বড় দর্শন ভীষণ।
বহির্দ্বার দূরে রহে বীর ছয়জন ॥
রমণে হইতে রত সদা এক জন।
নহেত দুরিত ভীত, করে আকিঞ্চন ॥

ঘূর্ণিতনয়ন এক বীর ভয়ঙ্কর।
দশনে অধর চাপি কাঁপে থরথর॥
আর বীর মুখে স্পৃহা প্রকাশে সতত।
নাহিক লিপ্সার শেষ, ইচ্ছে অবিরত॥
অজ্ঞান তিমিরে অন্ধ চতুর্থ যে বীর।
পঞ্চম পরের সুখ নাশিতে অস্থির॥
ষষ্ঠ বীর উচ্চশিরঃ ভূমে নাহি চায়।
ঠেলিয়া ফেলিছে পদে নিকটে যে যায়॥
পুরেতে পশিতে সবে করিছে যতন।
নগ যেন ব্যস্ত চিত্তে যেতে নল বন॥
শীতল সমীর যথা হেরি বৈশ্বানরে।
সুদূরে বিলাসী রহে ত্রাসিয়া অন্তরে॥
তোরণ সমীপে তারা মেলিছে দশন।
না পারে প্রচ্ছদ মধ্যে করিতে গমন॥
  সৈন্যাধ্যক্ষ সহ যথা ফেরে সৈন্যগণ।
বীরবৃন্দ সনে দেখি লোক অগণন॥
কমল কামিনী কত কামে অচেতন।
ভূমে পড়ি ছটফটে, ফাটি অনুক্ষণ॥
সকাশে পুরুষ সব করিয়া শয়ন।
উঠি, তুষিবারে নারে সে সবার মন॥
যে আস্যে খেলিত হাস্য-হ্লাদিনী শোভন
ঝরিছে তাহাতে এবে কৃমি অনুক্ষণ॥
ভূষিত থাকিত বপু সুন্দর ভূষণে।
অধম উরগ দংশি, গলায় এক্ষণে॥
নয়নে নিঃসৃত, রম্য কটাক্ষ উজ্জ্বল।
উগরিছে এবে তাহা অসহ্য অনল॥

উত্তপ্ত লৌহেতে করি দহিছে আনন।
পরনারী কর যেই করিল চুম্বন॥
ঈর্ষা রূপ কীট কার কাটিছে হৃদয়।
কাঁদে উচ্চৈঃস্বরে পায়ে জ্বালা অতিশয়॥
অনুতাপ তাপ, বক্ষ দহিছে কাহার।
না করিব হেন কর্ম্ম, বলে বারম্বার॥
জ্বলিত বহ্নির বিভা করি নিরীক্ষণ।
লালসিত হয়ে তাহে পড়ে কত জন॥
বিধির বিধানে কিন্তু ভস্ম নাহি হয়।
যাতনা সহিয়া সদা যাপিছে সময়॥
অজ্ঞান তিমিরে অন্ধ দেখিতে না পারে।
চলিয়াছে লোক কত কাতারে কাতারে॥
পুরীষ পূর্ণিত হ্রদে পড়িছে সঘন।
উঠিতে না পারি পুনঃ, করিছে রোদন॥
অবহেলি অধোদেশ, দম্ভে পদতলে।
উঠিছে ঊর্দ্ধেতে কত জন কুতূহলে॥
স্বভরে পড়িয়া অঙ্গ ভাঙ্গে আপনার।
রক্তস্রোতঃ মধ্যে রহি করে হাহাকার॥
এই মত কত জন আছয়ে তথায়।
রিপুচয়ে সদা যারা সেবিল ধরায়॥
যথা ইষ্টদেবে সেবি, অভীষ্ট আপন।
যোগ শেষে যোগীসব করিছে সাধন॥
সুজন সদনে এই করিতে গমন।
কি জানি ঈদৃশ দৃশ্য করে দরশন॥
বিবেক আপন বিভা করিয়া বিস্তার।
আচ্ছাদি রাখিছে হেন সৌন্দর্য্য-বিকার॥

নিকটে পাইলে কোন রিপু দুরাচারে।
তাড়ায়ে দিতেছে ত্বরা অত্যর্থ আঁধারে॥
রুচির প্রাচীর উচ্চ হাটকে গঠিত।
রবির পরিধি রূপে, বেড়ে চারিভিত॥
ফিরিতেছে দূত কত, দেখি তদুপরে।
কাঞ্চন কঞ্চুক অঙ্গে, অসিবর করে॥
শোভিছে ফলক পৃষ্ঠে ঝলক সঘনে।
চালিলে চরণ যাহা বাজে ঝন্‌ঝনে॥
সম্মুখে কমলকুম্ভ স্থাপিয়া যতনে।
নাহিক অলস লেশ, কৌতুকী ভ্রমণে॥
কতেক কানন কুঞ্জ বন সুশোভন।
ফল ফুল ফলে তাহে, বিবিধ রতন॥
লোহিতক লতা কত, ভ্রমিছে ভূতলে।
মৌক্তিক মুকুল কুল, যাহে ঝলমলে॥
উঠিছে সলিল উৎসে সুখে অনুক্ষণ।
ভূমে পড়ি মুক্তা ফল করিছে সৃজন॥
মরকতময় পৈঁঠা, সরসী সুন্দর।
জলরূপে জ্বলে তাহে হিমাংশুর কর॥
বিস্তারি হেমন পক্ষ বিহগ নিবহ।
বর্ষিছে সংগীত সুধা, শুন অহরহ॥
বিকচ বিমল দিব্য কনক কমলে।
ভ্রমর ভ্রমরী কেলী করে কুতূহলে॥
কনক কুরঙ্গী, কোলে লইয়া শিশুকে।
রহে রম্য দূর্ব্বাসনে, মৃগ সনে সুখে॥
পীযূষ সলিলা ক্রূর নদী কলকলে।
সুবর্ণ শকলীচয় রঙ্গে যাহে চলে॥

ভুবন ভ্রমিয়া বায়ু সুরভি সঞ্চয়।
করি, অবশেষ, এই স্থানে আসি বয়॥
মঞ্জুল নির্জ্জন কত সাজে স্থানে স্থানে।
বাজিছে বাঁশরী বীণা সুমধুর তানে॥
হাসিছে প্রসূন চারু তাহার ভিতর।
বাসন্ত অনিল যার চির অনুচর॥
সুষম কুসুমাসনে বৈসে লোক কত।
নানাবিধ সুখ যারা ভুঞ্জে অবিরত॥
মোহন কাঞ্চন বিভা, ভাতে কলেবরে।
শরদিন্দু ভাঙ্গি বিধি সেই অঙ্গ গড়ে॥
অধরে লাগিয়া হাসি আছে অনুক্ষণ।
রতন বদনে যথা ভাতি সুশোভন॥
প্রবাল পর্ব্বত কত প্রসূনে বেষ্টিত।
নানাবিধ বীজ যাহে হয় অবস্থিত॥
কেশরী করিণী সহ কেলিছে সুরঙ্গে।
শার্দ্দূল সোহাগে ধরি আদরে কুরঙ্গে॥
কপোত সহিত শ্যেন নিবাসে কুলায়।
নকুলে নিরখি ব্যাল গর্ত্তে না পলায়॥
শিখিনীর শিরশ্চূড়া হইয়ে ফণিনী।
বিস্মরি বিদ্বেষ ঘোর, নিবাসে, সুখিনী॥
স্ফটিক গঠিত গেহ অতীব সুন্দর।
কিবা কান্ত, অয়স্কান্ত কান্তি ছাদোপর॥
হীরকের স্তম্ভ সার মাণিকে খচিত।
অলিন্দ অঙ্গন সৌধ প্রবালে রচিত॥
অদ্ভুত আসন এক রতন গঠিত।
মণি মুক্তা ভাতি তাহে হয় সুশোভিত॥

তারকা সহিত যথা হাসয়ে গগণ।
দিবারাতি রহে তারা মেলিয়া লোচন ॥
সৌরকরনিভ অঙ্গে ধাঁদিয়া নয়ন।
চারি পাশে আছে তারি বসি শিশুগণ ॥
শোভিছে পৃষ্ঠেতে পাখা, আভা সুচিকণ।
রবিসহ বিধু যাহে বৈসে সর্ব্বক্ষণ ॥
অধরে ধরেছে সুধা হইছে পতিত।
গণ্ডদেশ সুবিকাশ, শোণিত লেপিত ॥
ফুল্ল কোকনদদ্বয়, হেরি করতল।
কমলে গঠিত তনু কিমুত কোমল ॥
সুন্দর অম্বরে কিবা হাসে শশধর।
খেলিছে সঘন হাস্য অধর উপর ॥
নিন্দক দ্বিরদ রদ বদনে দশন।
মূর্ত্তিমান প্রেম যেন করি নিরীক্ষণ ॥
এহেন আসনে বসি শৌরি সনাতন।
গাইছেন এক দিন করিয়া শয়ন ॥
বাহিরি বাঁশীর রব মোহিছে মদন।
রাগিণী রঙ্গিনী তাহে হইছে সৃজন ॥
সুরাগে সমীরে সেই মধুর সংগীত।
কাননে কুঞ্জেতে কিবা হইছে আনিত ॥
শুনি, স্বীয় স্বর কণ্ঠে রাখে মধুস্বর।
কেকা রব করি কেকী ওঠে স্কন্ধোপর ॥
বিস্তারিয়া পুচ্ছ গুচ্ছ নাচে রস রঙ্গে।
শিখিনীরে দেখি সুখে মাতিছে অনঙ্গে ॥
মিহিরে মোহন বিভা দেখায়ে বিহঙ্গ।
ভূতলে উড়িয়া পড়ে ইচ্ছি তার সঙ্গ ॥

মন্দার কুসুমদাম সুষম সুন্দর।
কোথা হৈতে আসি পরে সে অঙ্গ উপর॥
মকরন্দ গন্ধ সহ বহিছে অনিল।
মন্দ মন্দ ঝরে বিন্দু তুষার সলিল॥
পূরিছে রুচির পুর সে রস তরঙ্গে।
উঠিছে কাননে কণ, গাইছে বিহঙ্গে॥
শ্রীনিবাস বাসে এবে গোধূলি আসিল।
চৌদিগে কানন কুঞ্জে কূজন ভাসিল॥
শশী দশ সেবাচ্ছলে শৌরির চরণে।
আঁখি মুদি দিবা সুখ ভুঞ্জিল তপনে॥
তপ সাঙ্গ করি যেন উন্মীলি নয়ন।
বদন মেলিয়া হাসি উঠিল এখন॥
কেহ দ্বারে কেহ স্তম্ভশিরে কেহ ঘরে।
যাইয়া বসিল কেহ উচ্চ ছাদোপরে॥
শূন্যেতে শোভিল কেহ বিতানে ঝুলিল।
নিজে ভগ্ন হয়ে কেহ দীপ উজ্জ্বলিল॥
ঝুলিছে ঝালর ঊর্দ্ধে মণিতে মণ্ডিত।
সমুজ্জ্বল হৈল এবে চন্দ্রিকা সহিত॥
দিবা অবসানে যেন রুচ্য ঋক্ষগণ।
সুন্দর অম্বরে বসি মেলিল বদন॥
রতন নির্ম্মিত পুর তাহে ভা এমন।
কেমনে মানব বল মেলিবে নয়ন॥
উপস্থিত হলো আসি দেবী আরাধনা।
বিমল বদনী ধনী বিমল বসনা॥
কস্তূরি কর্পূরাগুরু চর্চ্চিত শরীরে।
সিন্দূর সহিত মেশে রেণু বিন্দু শিরে॥

সঙ্গে সখী ভক্তি দেবী আসিছে সুধীরে।
রসিছে উরস মরি রম্য প্রেম নীরে॥
এক প্রাণ সখীদ্বয়, উল্লাসিত মনে।
সাবধানে প্রণমিল কেশব চরণে॥
"দুর্জ্জয় দনুজ দুষ্ট কংস দুরাচার।
দলিল সকল, দেব, নাশিল সংসার॥
কাটিল ধর্ম্মের দাম অধর্ম্ম অসিতে।
পাপ ভার ধরামাতা, না পারে সহিতে॥
রক্ষা কর সবে এবে, দেব নরোত্তম।
দূরহ অমর্ত্ত্য তাপ, দণ্ডি দৈত্যতম॥"
এই রূপে আরাধনা আরাধে মাধবে।
ভক্তিরে সম্ভাষি স্বভু, উত্তরিল তবে॥
"চলি যাও সুখে, সুতে যথা সুরগণ।
কহি, ধরা ভার নিজে, করিব হরণ॥"
এতেক বচন যবে অচ্যুত বলিল।
ভক্তি সহ আরাধনা অমনি চলিল॥
বহিল সুরভি বায়ু শ্রীপতি সদনে।
কে যেন করিল পুর, চর্চ্চিত চন্দনে॥
পিতামহ তুরাসাহ সহ সুরচয়।
তপে ডুবি যেই স্থানে যাপিছে সময়॥
আসি উতরিল ত্বরা তথা দেবী দ্বয়।
উঠিল অমর বৃন্দ লভিয়া অভয়॥
আনন মেলিয়া মরি উল্লাসে হাসিল।
আপন বাহনে পরে সকলে স্মরিল॥
আসিল আস্ফালি শুণ্ডদণ্ড ঐরাবত।
চলিল অমরাবতী বজ্রী মরুত্বৎ॥

উল্লাসে উড়ায়ে পাখা আসে হংসবর।
স্বপুরে চলিল স্রষ্টা চাপি তাহোপর॥
ভীষণ মহিষ পৃষ্ঠে চলিল শমন।
ধনদ পুষ্পকে উঠি করিল গমন॥
পাশী যায়ে জল তলে পশিল যখন।
উথলিল অম্বুরাশি উড়িল পবন॥
চলিলেন মহাসেন শিখী বরাসনে।
এক চক্রে অহস্কর চলে হৃষ্ট মনে॥
আহবানে কারে বল নাহিক বাহন।
হাঁটিয়া চলিল ধীরে দেব অগণন॥
এই মতে আদিতেয় চলিল যে কত।
লভি পদ্মনাভ পাশে বর অভিমত॥
উঠিল অচ্যুত তবে ত্যজিয়া আসন।
কমল শয্যায় যায়ে করিল শয়ন॥
বহিছে বাসন্তানিল সুস্বনে বিলাসী।
ডাকে দূরে বিহঙ্গম সুমধুর ভাষী॥
সমলোভী অলি কোপে, যে মধুপচয়ে।
না পাইল স্থান এই পদ কুবলয়ে॥
গুন গুন রবে মোহি সে সুখ সদন।
নিরাপদে সেই পদে বসিছে এখন॥
নিদ্রাদেবী ভ্রমরের মুদিতে নয়ন।
কুহকিনী কতেক না করিছে যতন॥
নিবাসে অলস ভাবে, সূর্য্যমণি ধনী।
নয়ন মুদিয়া কভু, পায়ে দিনমণি?॥
এ হেন সুখেতে শৌরি ভুঞ্জিল রজনী।
পূর্ব্বদিক হৈছে ক্রমে পাণ্ডুর বদনী॥

কুহরে কোকিল কুল ওঠে খগগণ।
সুধীর সমীর রঙ্গে বহে অনুক্ষণ॥
উঠিলেন কংসারাতি উন্মীলি নয়ন।
বৈকুণ্ঠ বাহিরে আসি দেন দরশন॥
নভঃস্থলে পদ্মনাভ কৌতুকী ভ্রমণে।
কত রঙ্গ চারিদিকে আকর্ষে নয়নে॥
কনক কুসুম দাম সম তারাগণ।
শোভিতেছে শূন্য পথ করিয়া শোভন॥
ফুটিয়াছে প্রভাতর্ক্ষ রঞ্জিয়া নয়ন।
বল্লভ হৃদয়ে ম্লান কামিনী আনন॥
প্রকাণ্ড কনক বৃত্ত সম শশধর।
অদূরে ভাসিছে কিবা অম্বর উপর॥
গগণের ঊর্দ্ধ্বগম হইতে এক্ষণে।
গড়িয়া পড়িছে যায়ে গভীর কাননে॥
ভাবি বুঝি বিভাবসু করিছে গমন।
দহিতে তাহারে, হানি সুতীক্ষ্ন কিরণ॥
উগরিছে অভ্রব্যূহ তুষার সলিল।
উড়াইছে চারি দিগে শীতল অনিল॥
মেঘখণ্ড মধ্যে এক আসীন হইয়া।
দেখেন দৈত্যারি সব, অক্ষি ফিরাইয়া॥
এহেন সময় আসি সনক সুধীর।
কহিছে কেশবপদে, বহে আঁখি নীর॥
"ত্যজিবে বৈকুণ্ঠ বুঝি করিলে মনন।
তাই হে আনন্দময় হইল এমন॥
নহিলে কেমনে হেন হইবে সম্ভব।
শ্রীনিবাস বাসে হেরি বিরহ উদ্ভব॥"

"কলকণ্ঠ কণ্ঠরব করিয়া গোপন।
কুণ্ঠমত মহীরুহে করিয়া শয়ন॥
ভুলি গুনগুনধ্বনি অধীর ভ্রমর।
অলসে নিবাসে শুষ্ক নলিনী ভিতর॥
মোহন নিকুঞ্জ কোথা করি নিরীক্ষণ।
বিলাস আশেতে বুঝি তাহে সমীরণ॥
বিরাজিছে বিকসিত ফুল সমাকুলে।
বৈকুণ্ঠ বিপিন যত প্রসূনেরে ভুলে॥
মরাল, অম্বুজ নাল ধরিয়া অধরে।
শুষ্ক ভাবে সরোহৃদে অবস্থিতি করে॥
জলচর পাখীসব ত্যজি সরোবর।
না জানি কি দুঃখে চলি গেছে স্থানান্তর॥
সরসী হৃদয় কিবা করিয়া উজ্জ্বল।
দুলিত অনিলে নীল রতন কমল॥
এখন সে সব ভাব অভাব সেথায়।
না জানি এস্থান ছাড়ি কোথাকারে যায়॥
যাদঃপতি জল শূন্য এ কেমন হয়।
আনন্দ আবাসে হেরি অসুখ উদয়॥
দুঃখকরা সুখতারা দেখি সীমন্তিনী।
ব্যাকুলা বল্লভ বক্ষে, রস সোহাগিনী॥
কেন না কামিনী কুলে করিবারে সারা।
প্রভাত সংবাদ, আসি দেয় সবে তারা॥
অন্তর কাতর, নাথ, হইছে যখন।
না জানি কি কর ওহে কমললোচন॥"

সনক এতেক কহি হইল নীরব।
তার মুখ চাহি তবে কহিল কেশব॥

"যা কহিলে সত্য সব পারিষদবর।
পৃথ্বীতে যাইব পুনঃ তুষিতে অমর॥"
নীরবিয়া নরোত্তম, গভীর অম্বরে।
সনক সহিত ক্রমে, নামে হৃষ্টান্তরে॥
চূর্ণিছে বারিদব্যূহ সে বপুর ভরে।
বিচ্যুত তারকা যেন স্খলিতেছে ঝড়ে॥
অবশেষ স্বভূ তথা উপস্থিত হন।
নিম্নে বিরাজিছে যথা রম্য বৃন্দাবন॥
যমুনা তটিনী তটে হাসে মঞ্জু স্থান।
প্রকৃতির প্রিয় ভূমি বলি হয় জ্ঞান॥
সমীর সোহাগে রঙ্গে তরঙ্গ নিচয়।
উঠি হেলি দুলি যায় পুনঃ মগ্ন হয়॥
বহিয়া চলিছে জল কলকল কলে।
সাগর উদ্দেশে সতী মাতি কুতূহলে॥
জাঙ্গাল কোলেতে অম্বু উছলে কোথায়।
তটিনীরে ত্যজি তীরে আসিবারে চায়॥
নীরেতে নিবাসে কোথা তরু শতশত।
সুখেতে সলিল পান করি অবিরত॥
উষ্ণরশ্মি রশ্মি তাপে ত্যজি ধরাতল।
জীবন বিনাশ ভয়ে পশিয়াছে জল॥
আবার আদিত্য পাছে দহিবে শরীর।
তাই তীরে নাহি ওঠে ত্যজি স্নিগ্ধ নীর॥
বক্রভাবে কোন ভাগে বহিছে বাহিনী।
কতরঙ্গে ধায় সঙ্গে তরঙ্গ রঙ্গিণী॥
শুভাঙ্গিনী অবনীর হেরি রঙ্গভঙ্গ।
স্বীয় শোভা দেখাইতে হইল মাতঙ্গ॥

সে বন সৌন্দর্য্য কিবা করিতে দর্শন।
ঊর্দ্ধ্ব মাথে দাঁড়াইয়া আছে গোবর্দ্ধন॥
অঙ্গেতে ভাতিছে নানা কুসুম সুষম।
আশ্রিতা লতিকা, তরু নহে ভাত কম॥
বোধ হয় বসুমতী নিজ আভরণ।
দেখাইতে, উচ্চ স্থানে করিছে স্থাপন॥
সুখে উভে উভশাখা ধরি তরুকত।
সৃজিয়াছে স্থানে স্থানে কুঞ্জ মনোমত।
তা হোতে তপনে দূর করিবার আশে।
নিকুঞ্জ উপরে যায়ে লতিকা নিবাসে॥
সুশীতল করিবারে বিহারক গণে।
দহায় আপন অঙ্গ অর্কের কিরণে॥

ভালরূপে হেরিবারে সে কানন সাজ।
সনক সহিত শৌরি, নামে কন মাজ॥

উদয় উদয়াচলে আদিত্য মণ্ডল।
হাসিল স্বভাব কিবা অরণ্য উজ্জ্বল॥
বিস্তারি আদরে রম্য শিখণ্ড সংঘাত।
সুখেতে নাচিছে শিখী শিখিনীর সাথ॥
চন্দ্রক কলাপ হেরি হইয়া অস্থির।
কর বাড়াইয়া তাহা ধরিছে মিহির॥
বিহঙ্গী বিহঙ্গ রঙ্গে বিহ্বল হইয়া।
অহঙ্কারে অনুক্ষণ দিতেছে ঠেলিয়া॥
লতিকা মণ্ডপ ভেদি মার্ত্তণ্ডেরি কর।
স্নিগ্ধ ছায়া আশে পাশে তাহার ভিতর॥
কদম্ব, কুসুম কুল ধরিয়া আদরে।
স্বীয় ছায়া তলে সবে আহবান করে॥

নলিনী নিকটে যায়ে ভ্রমর নিকরে।
প্রেমের রহস্য কথা কহে মৃদুস্বরে॥
দুলিছে কমল, বহে সমীরণ ধীর।
নাগরের ভাষে ধনী নাড়ে যেন শিরঃ॥
ডোবায়ে শরীর সুখে সরসী হৃদয়ে।
করিতেছে জলক্রীড়া জলচরচয়ে॥
তমালে তুমুল গোল ডাকে পাখী সব।
বনেতে উঠিছে যেন উৎসব আরব॥
শারী শুকে আছে সুখে বসি বৃক্ষ নীড়ে।
পাইলে শিখায় প্রেম বন-বিহারীরে॥
সজ্জিত মুকুলে ফুলে তরুলতাগণ।
ভুলাঁয়ে আনিতে ভৃঙ্গে নিকটে আপন॥
হরিণ হরিতে ক্লান্তি হরিণীর সনে।
নব তৃণাঙ্কুরাসনে আছয়ে শয়নে॥
প্রতি কুঞ্জে প্রতিধ্বনি রহে গুপ্ত ভাবে।
মোহিত হইয়া বন মনোহর ভাবে॥
কি দিন যামিনী জানি সজাগ সতত।
ডাকিলে উত্তর দানে কভু না বিরত॥
হরিয়া প্রসূন ধন, সুরভি পবন।
বাড়ায় বিহর্ষ বনে, বহি অনুক্ষণ॥
কাঁপিছে পল্লব সব তাহার পরশে।
শিহরে সুন্দরী যথা রসি রতিরসে॥
বিরাম আরাম দায়ী বিশ্রাম কারণ।
নিবাসে নির্জ্জন পায়ে হেথা সর্ব্বক্ষণ॥
বিহারিতে বন মাঝে করিলে গমন।
অতিথিসংকারে সেবে করিয়া যতন॥

মাতৃ স্নেহে হস্তে ফল করিয়া ধারণ।
করিছে বিটপী কুল বিহগে পালন॥
সরস্তীরে বসি সুখে আছে পক্ষী কত।
একদৃষ্টে অম্বুমাঝে চাহি অবিরত॥
স্বমূর্ত্তি সলিলে বুঝি করি সন্দর্শন।
যাইতে না পারে হয়ে বিহ্বল তেমন॥
মিহির রজত কান্তি হেরিতে সফরী।
সঘনে উলটে অঙ্গ সলিল উপরি॥
স্বভাব সুন্দর শোভা দেখিতে কথন।
ধীরে ধীরে মাথা মৎস্য করে উত্তোলন॥
কুৎসিত বলিয়া কেহ পাছে তুচ্ছ করে।
বর্ষিছে মধুর স্বর-মধু মধুস্বরে॥

দেখি বন সুশোভন শ্রীবৎসলাঞ্ছন।
লইবারে জন্ম তথা করিল মনন॥
সনক, সুন্দর দীপ্ত মানস দর্পণে।
অমনি আশ্চর্য্য কত মত নিরীক্ষণে॥

শিরে চূড়া ধড়া পরা বেণু যষ্টি করে।
বেড়ায় অরণ্য মাঝে বালক নিকরে॥
বিটপী উপরি উঠি পাড়ে কেহ ফল।
কেহ কার কাঁধে চড়ি হাসে খল খল॥
গাভী, বৎস কোলে, দিব্য দূর্ব্বাদলাসনে।
সুখে শাখ্য ছায়ে কেহ আছয়ে শয়নে॥
হিন্দোলায় দোলে কেহ হরষিত মনে।
গলা ধরাধরি করি কৌতুকী ভ্রমণে॥
হরিতাঙ্গী ধরণীর অঙ্গ আভরণ।
[illegible]কুরস্থ করিয়া হরণ॥

ধেনুচয়ে আহ্বান করি কোন জন।
আদরে অধর মধ্যে করিছে অর্পণ॥
নির্ভয়ে ধবলী ভ্রমে রাখাল নিকটে।
তৃষায় তাড়িত হয়ে যায় সরস্তটে॥
বৃক্ষোপরি দৌড়াদৌড়ি করে কপিগণ।
ধরিবারে বালকেরা তাড়া দেয় ঘন॥
অদূরে অরণ্য মাঝে রাখাল যুগল।
শোভিছে কদম্ব তল করিয়া উজ্জ্বল॥
বরণ নবীন ঘন ঘন হাসি মুখে।
অধরে মুরলী ধরি বাজাইছে সুখে॥
সৌর কর সম অঙ্গে পরা পীতাম্বর।
মধুর নূপুর পায়ে অতি মনোহর॥
হৃদে ভাতে বনমালা ভাতি সুশোভন।
খেলিতেছে শক্রধনু ত্যজিয়া গগণ॥
ললিত নবীন অঙ্গে রূপের তরঙ্গ।
সহজে সহিতে নারি হইছে ত্রিভঙ্গ॥
শ্বেতবর্ণ ফেনপুঞ্জ যথা নীল নীরে।
সুগন্ধি চন্দন চিহ্ন মণ্ডিত শরীরে॥
শিখী পুচ্ছ চূড়া শিরে দুলিছে সঘনে।
ঈষদ বামেতে টেড়া গুঞ্জ গুচ্ছ সনে॥
রূপের মাধুরী মরি হেরিবার তরে।
বঙ্ক ভাবে বঙ্কিমের মাথে হেলি পড়ে॥
এই রূপে এক জন আছে দাঁড়াইয়া।
আর জন তার অঙ্গে পড়িছে হেলিয়া॥
প্রত্যয় পিনাকী বলি হয় দূরে থাকি।
বিরাজিছে বৃক্ষ তলে বৃষভেরে রাখি॥

আঁখি দুটী ঢুলু ঢুলু মত্ত মধু পানে।
উড়িছে অধরে অলি গুন গুন গানে॥
বাম করে শোভে শিঙ্গা দক্ষিণে লাঙ্গল।
মদকল কর যেন করে দল মল॥
পীতাম্বর নীলাম্বর অঙ্গ ধরি আছে।
নীল গিরি শোভে কিবা শ্বেত গিরি কাছে॥
নিরখি সনক মনে বিস্ময় মানিল।
অধিক রুচির দৃশ্য দূরেতে উদিল॥
শতদল দল যথা ঘেরিয়া কমলে।
বাড়ায় তাহার বিভা বিমল কমলে॥
প্রফুল্ল প্রসূন জিনি যুবতী সংঘাত।
রচিয়া মণ্ডল রম্য ধরি সবে হাত॥
ভ্রমিছে মঞ্জুল কুঞ্জে মনের উল্লাসে।
মধ্যে এক রমণীরে রাখি প্রেম পাশে॥
সহাস আকাশ সম সুন্দর বদন।
প্রভাতের তারা, তাহে ভাতে দুনয়ন॥
শরদিন্দু কর যথা স্বচ্ছ সরোবরে।
অধরের ধারে ঘন হাস্য খেলা করে॥
রূপের গরিমা করি বুকে কুচদ্বয়।
বসন বিদরি দোঁহে গর্ব্বে বাহিরয়॥
মাজাখান দেখি মনে দুষি বিধাতায়।
কি জানি চলিতে পাছে মচকিয়া যায়॥
কেশ পাশ মাঝে সিঁথি শোভিছে সুন্দর।
বাসবের চাপ যেন গগণ উপর॥
ঝুলিছে ঝলসি ঝাঁপা বেণীর মাঝারে।
ফুটেছে তারকা যেন নিশার আঁধারে॥

রঙ্গিনী, সঙ্গিনী সনে ভ্রমে কুতূহলে।
দোলে গুরু পাছা, বাতে ঊর্ম্মি যেন জলে॥
কারু করে বীণা বাঁশী সরস ভাষিণী।
মুরজ মৃদঙ্গ অঙ্ক্য সুপরিবাদিনী॥
করনাল মেলি কেহ বাঁধে কারে করে।
লতিকা লতায়ে যেন আর লতা ধরে॥
লহরী রঙ্গেতে যথা ভাসি পুষ্প হার।
ছিঁড়িয়া সলিল মাঝে করে ত বিহার॥
তেমতি যুবতী যত ছাড়ি হাত পুনঃ।
রঙ্গেতে হইছে রত তুলিতে প্রসূন॥
দূরিয়া মধুপ ছুটে, পূরিয়া দুকূল।
যত্ন করিতেছে কেহ কুসুম বকুল॥
মালতী মকুল কেহ হরিয়া যতনে।
সাজায়ে দিতেছে সাধে চাঁচর চিকণে॥
কামিনী কোমল অঙ্গ কোন তরুবরে।
স্পর্শন করিবামাত্র অমনি শিহরে॥
বিবশ বিভূষা স্বীয় ফেলে ছড়াইয়া।
যতনে যুবতী যত্ন করে কুড়াইয়া॥
না জানি কি হতো যদি ধরিত মানবে।
চেতন বিহীন তরু চেতিলেক যবে॥
সনক আশ্চর্য্য হেন করিছে দর্শন।
করিলেন সুখে স্বভু শূন্যে আরোহণ॥
অবনী হইতে যেন পতিত তড়িত।
উজ্জ্বলিয়া অন্তরীক্ষ, উঠিল ত্বরিত॥
ভ্রমে মাতি অভ্রব্যূহ ধাইয়া আসিল।
হেরি হৃষীকেশ হৃদে হরিষে হাসিল॥

গগণ মণ্ডলে বসি আদিত্য মণ্ডল।
আতঙ্কে চাহিয়া রহে করি ছল ছল॥
মনঃ সুখে যেই স্থানে ছিল ছায়া ধনী।
ভাবি হৃদে, রোষাবেশে আসিছে দ্যুমণি॥
উঠি পলাইল ত্বরা আতঙ্কি অন্তরে।
বসিল যাইয়া কোন নির্জ্জন প্রান্তরে॥
নিজ নিজ দিকে বৈসে দিকপালগণ।
হেরি ভাতি ভয়ে তারা মুদিল নয়ন॥
স্বলোকে আলোকময় করিল গমন।
এ দিকে সনক সুধী ভাবে মনেমন॥
সিতিকণ্ঠে এ সম্বাদ দিতে যুয়াইল।
উমেশ রমেশ প্রিয় খ্যাত পৃথ্ব্যখিল॥
বৈকুণ্ঠে বৈকুণ্ঠ বিনে বিরহ উদিবে।
রাখিতে স্বপুরে তাঁরে পিনাকী পারিবে॥
সনক এতেক হৃদে করি স্থিরতর।
উঠিলেন সউল্লাসে আকাশ উপর॥
ধরেছে পৃষ্ঠেতে পাখা, উড়িতে, সঘনে।
সমীর শরীরে বাধি, বাজে স্বন স্বনে॥
সৌদামিনী ধনী যত সে ধ্বনি শুনিয়া।
অভ্রের আরব ভ্রমে আইল ধাইয়া॥
নিরখিয়া সনকেরে নিরস্ত হইল।
দলিয়া বারিদ, স্বভূ সতাঙ্ক চলিল॥
সুদূরে শোভিল ক্রমে কৈলাস শিখর।
ধীর জলধর যেন অম্বর ভিতর॥
তাহে সাজে তরুরাজী এ বাজী কেমন।
মেঘ মাঝে মহীরুহ করি নিরীক্ষণ॥

পুষ্কর হইতে পরে নামি মহীধরে।
বিটপী ছায়ায় বসি শ্রম দূর করে॥
মধুর সৌন্দর্য্য ব্রজ স্থাণুর ভবনে।
নিরখি সনক হৈল সুখিত অন্তরে॥
গাইছে বিহঙ্গে রঙ্গে সংগীত সুরস।
সমীর সোহাগে সুখে দুলিছে সরস॥
কেলিছে কুরঙ্গ শিশু প্রসূর সহিত।
ধরেছে লতিকা বৃক্ষে হইয়া মোহিত॥
মুঞ্জরিত মকুলের মনোহর শোভা।
নেহারি দ্বন্দ্বিছে কত অলি মমলোভা॥
শিখণ্ডিনী শিখণ্ডিকা বিস্তারি যতনে।
নাচাইছে শিখণ্ডীরে মাতায়ে মদনে॥
দূরেতে সুমেরু সাজে অতি সুশোভন।
অদ্ভুত নির্ম্মাণ গিরি রতন গঠন॥
দূর হোতে হয় জ্ঞান হেমময় ঘন।
লাঙ্ঘিতে তড়িতে কিবা উঠেছে গগণ॥
স্বচ্ছ সরোবর তাহে দেখিতে সুন্দর।
ভাতিছে হীরক কিবা সে অঙ্গ উপর॥
কনক লঙ্কার কথা সর্ব্ব লোকে জানে।
রামায়ণে যার কথা বাল্মীকি বাখানে॥
রতন রাক্ষস কুলে রাজা লঙ্কেশ্বর।
যার ভোগে মত্ত হয়ে, দণ্ডক ভিতর॥
(আজ যে শিহরে হিয়া করিলে স্মরণ)।
মারীচ সহায়, সীতা করিল হরণ॥
এ ভূধর অঙ্গমাত্র খগেন্দ্র প্রসাদে।
সিন্ধু হ্রদে ভাঙ্গি পড়ে পবন বিবাদে॥

শাখা সম শৃঙ্গ কত বিস্তারি আদরে।
স্বর্ণ নিতে গিরি সবে আহবান করে॥
হৈম কণা সহ ঝর্ণা কোথায় ঝরিছে।
ধূমপুঞ্জ সহ কিবা স্ফুলিঙ্গ উড়িছে॥
ধরাধাম প্রদক্ষিণ করি প্রভাকর।
বিশ্রাম লভেন আসি এই ধরোপর॥
পঞ্চতপ নামে কূট কৈলাস উপর।
তপে মগ্ন রহে তথা, যোগী, মহেশ্বর॥
উর্দ্ধ্বকণা ফণা সব কেলিছে আদরে।
কপালেতে কলানিধি ঝিকিমিকি করে॥
কালকূট অঙ্ককণ্ঠে জ্বলিছে উজ্জ্বল।
জটাতে জাহ্নবী জল করে ছল ছল॥
শুভ্রহৃদে যজ্ঞসূত্র কিবা শোভাকর।
ভাস্কর পরিধি ঘেরে রজত ভূধর॥
হরিয়া বাহির জ্ঞান এক তান মনে।
মুদিত নয়নে বসি অজিন আসনে॥
হেন কালে আসে তথা সনক সুশীল।
ছুটিল সুরভি সহ সুচল অনিল॥
উগ্রচিত্ত অগ্রে এক মূরতি মোহন।
আচম্বিতে দাঁড়াইল রঞ্জিয়া নয়ন॥
সত্বর প্রেমাশ্রু স্রোত বহিল নয়নে।
উল্লঙ্ঘিয়া আঁখি ক্রমে ঝরিল বদনে॥
উরসেতে সে আসার করিছে ভ্রমণ।
(সিকত দ্বীপেতে ক্ষুদ্র নদী অগণন)॥
বোধ হয় শিরোবাসে বিরক্তি করিয়া।
বিমল আননে গঙ্গা পড়িল ঝরিয়া॥

চাহিলেন চন্দ্রচূড় হইল পুলক।
প্রণমিল ধীরে শিরে সেপদে সনক॥
বসান শঙ্কর তারে সম্মুখে যতনে।
হেটাস্যে সনক শিব পদে নিবেদনে॥
"অবনীতে জন্ম নিতে আসিবে কেশব।
আরাধি লইল বর আদিত্যেয় সব॥
উদিবে বিরহ, দেব, দৈত্যারি আলয়ে।
আমরা বৈকুণ্ঠে রব, কি বিভব লয়ে॥
তাই আজি আসি, ভব, তোমার ভবনে।
নাহিক উপায় আর ওপদ বিহনে॥
স্বপুরে রাখিতে তাঁরে পারহ আপনি।
শৌরি সর্ব্ব এক প্রাণ বিদিত অবনী॥"
ভাসিল যে চারিদিগে এহেন সময়।
নূপুর নিনাদ রুণু রুণু মধুময়॥
সেধ্বনি সহিত উমা ধনী দেখা দিল।
মৃদু অভ্ররব সহ চপলা চলিল॥
আবদ্ধ অচল ভালে আছিল হ্লাদিনী।
নামিয়া আসিল বুঝি নয়ন রঞ্জিনী॥
বয়স্যা বিজয়া, সঙ্গে চোলেছে সুরঙ্গে।
ভস্ম রাশি ভ্রমে যথা বিভাবসু অঙ্গে॥
পশুপতি পাশে সতী আসি দাঁড়াইল।
স্বর্ণ লতা শোভাঞ্জন সকাশে শোভিল॥
উঠিয়া সনক শিবে শিরঃ নোয়াইল।
আশিষি অম্বিকা, ঈশ পানে নেহারিল॥
স্বপত্নী সোহাগে বামা কভু নাহি সয়।
বিরূপাক্ষ বক্ষে জল মানিল বিস্ময়॥

কহিল " কেমন ভাব হেরি প্রাণনাথ।
ভুঞ্জিলে হে সুখ ভাল বিষ্ণুপদী সাথ॥
দেখি মোরে কন ধনী হোলো অন্তর্দ্ধান।
রাখিয়া বল্লভ হৃদে আপন নিশান॥"
শুনিয়া শিবার বাণী শঙ্কর উত্তরে।
অঙ্গনার রঙ্গ ভাল ভাবিয়া অন্তরে॥
" সুরত সময় এতো নহে সুবদনি।
সন্দেহ ভাবিনী সদা, জানি ত রমণী॥
রমেশের প্রেমরসে রসিল যে মনঃ।
তাইসে দেখহ দেবি, হইল এমন॥
গোলোক আলোক বাসী এই মহাজন।
সর্ব্বাগারে দেখ সতি করে আগমন॥
মানস মোহন চক্ষে নেহারি উহারে।
ডুবিল নয়ন দুটী আনন্দ আসারে॥
অবনীতে জন্ম নিতে আসিবে কেশব।
আরাধি লইল বর আদিত্যেয় সব॥"
সনকে সর্ব্বাণী কহে শূলীর বচনে।
এ সুখ সন্দেশ পায়ে হরষিতা মনে॥
"হৈমবতী ব্রত সদা করে নন্দপত্নী।
নিজ অভিমত সুত, পাইতে রমণী॥
কহিও কেশব পদে মম নিবেদন।
তারোদরে জন্ম যেন করেন গ্রহণ॥"
পরমা বৈষ্ণবী ব্যোমকেশ বিহারিণী।
অমনি অম্বরে রব হয় সুনাদিনী॥
" তব বরে পীতাম্বর নন্দের নন্দন।
হইবে হে ভবপ্রিয়ে শুনহ বচন॥"

শিশুর মধুর রব শুনিয়া যেমন।
বিধবা জননী বাষ্প করে বিসর্জ্জন॥
সনক আকাশ স্বন করিয়া শ্রবণ।
নীরবে রহিয়া কত করিল রোদন॥
সে অক্ষিতে দেখি অম্বু অম্বা মনোহর।
অন্তরে দ্রবিয়া কৈল সান্ত্বনা বিস্তর॥
অবশেষে সঙ্গে করি শৌরি সভাজনে।
চলিলা হুষদ সম্মে গদগদ মনে॥
পাইয়া আকাশ বাণী ভবানী তখন।
স্বপন দেবীরে, দেবী করিল স্মরণ॥
কৈলাসেতে কুহকিনী ত্বরা উতরিল।
মহামায়া বিনে সবে মায়ায় ঘেরিল॥
" শুন লো স্বপন তবে সর্ব্বাণী কহিল।
ভবে তোরে একবার যাইতে হইল॥
যশোদা আমার ভক্তা গোকুল অরণ্যে।
পতি সহ সেবে সতী আমারে যতনে॥
মনোমত পুত ধনী চায় মম স্থান।
কহিও তাহারে পাবে অপূর্ব্ব সন্তান॥ "
বিদায় লইয়া তবে চলিল স্বপন।
ধরাতলে তারা যেন হইল পতন॥
বিজয়ারে সঙ্গে করি চলিল সর্ব্বাণী।
সনক সহিত যথা বৈসে শূলপাণি॥
গোকুলে গোধূলি এবে ধীরেতে আসিল।
বৎস সহ গাভী ব্যূহ গোষ্ঠেতে পশিল॥
গৃহেতে রাখাল কুল আইল ফিরিয়া।
দুগ্ধধারা ধ্বনি ওঠে চৌদিক বেড়িয়া॥

" সুখদা ক্ষণদা দেখা দিল " শুন সবে।
ঘোষণা করিছে কুঞ্জে, পাখী কলরবে॥
সুস্বনে বহিছে শুন শ্বসন শীতল।
শয়নেতে লালসিত স্বভাব সকল॥
রোহিণীরে হেরিবারে রোহিণীরমণ।
গগণ গবাক্ষ দ্বারে দিল দরশন॥
সে রঙ্গ দেখিতে, দেখ অম্বর অঙ্গনে।
মুচকে মুচকে রসে হাসে তারা গণে॥
কুমুদে আমোদ বাড়ে পাইয়া নাগরে।
প্রেমমদে গদগদ ঢলি ঢলি পড়ে॥
বঁধু পানে চাহে ধনী মেলিয়া বদন।
অধর ধরিয়া ইন্দু করিছে চুম্বন॥
বাহিরিল কুঞ্জ হৈতে ভানুর কিরণ।
নিরখি তিমির তাহে পশিছে তখন॥
সরসীর তীরে আসি চক্রবাকী কাঁদে।
" হায় নাথ কোথা যায় " ফেলিয়া প্রমাদে॥
কালিন্দীর হ্রদে কিবা তরঙ্গ নিকরে।
কৌমুদী সহিত মিলি রঙ্গে কেলী করে॥
চন্দ্রমার চন্দ্রিমায় মণ্ডিত ভুবন।
পরিল বিটপী বন বসন হৈমন॥
বাতায়নে স্নিগ্ধ বায়ু করে সঞ্চালন।
যশোদা সদন ভূমে করিয়া শয়ন॥
নিদ্রার উৎসঙ্গে রঙ্গে মুদিয়া নয়ন।
লভিছে বিরাম বামা সহ অচেতন॥
ভ্রমিছে স্বপন দেবী গোকুল অরণ্যে।
ধীর ভাবে অংশিতে তরু লতাগণে॥

সঙ্গেতে ফিরিছে কত মূর্ত্তি মনোরম।
কুহক উদকে সিক্ত করে এক দম॥
ফুটাইছে কোন স্থানে স্বর্ণ ফুল সব।
নাচাইছে কুঞ্জে পরী বাড়ায়ে উৎসব॥
নির্ম্মিছে বিজনে বসে অদ্ভুত নির্ম্মাণ।
বিরহীর হৃদে নারী করিছে প্রদান॥
করিতেছে কার কাণে বীণার নিনাদ।
শোকে কারে কাঁদাইছে ঘটায়ে বিষাদ॥
কোলাকুলি করি কারে লইছে যতনে।
মিলাইছে দূর দেশি বান্ধবের সনে॥

পথেতে যাইতে দেখা পাইল নিদ্রার।
স্বজনীরে কন ধনী, বাক্ সুধাধার॥

" চল সখি তোমা আমা নন্দালয়ে যাই।
আছে মম প্রয়োজন যশোদার ঠাঁই॥
সর্ব্বাণীর কর্ম্ম হেতু তোমারে স্বজনি।
সন্ধানিনু কত স্থানে ভ্রমিয়া অবনী॥
পশ্চাতে রাখিয়া দূর অরুণ সদন।
তোমার তমিস্র গেহে করিনু গমন॥
কন্দর কান্তার ঘোর গভীর গহ্বরে।
তল্লাসি তোমারে হৈনু হতাশ অন্তরে॥
ভাগ্য ভাল আপনি লো দিলি দরশন।
কিকাজ বিলম্বে আর চলহ এখন॥
যতক্ষণ অম্বা কার্য্য না করি উদ্ধার।
সাবধানে সহায়তা করিবে আমার॥"

শুনি স্বপ্নধনী বাণী নিদ্রাদেবী তবে।
কহিল " স্বজনি হায় দাসী কিবা কবে॥

ভবতলে ভবপ্রিয়া তোমারে প্রেরণ।
করিয়া, আমারে সতী করেন স্মরণ॥
তোমারি সহকারিণী হইতে আমারে।
পাঠান মৃড়াণী মোরে নন্দের আগারে॥
ও মুখ চাহিয়ে সখি. তাহার সদনে।
আছিলাম এতক্ষণ ভাবান্বিতা মনে॥
নিজ বশে যশোদারে রাখি, একবার।
তোমারি সন্ধানে, ধনি, ছাড়ি তার দ্বার॥
নিদ্রাদেবী এত যদি করিল উত্তর।
কল কল স্বরে স্বপ্ন কন অতঃপর॥
" এতেক সংবাদ দুতি না জানি কখন।
তাই সে জগৎ আমি ভ্রমি অকারণ॥
চল এবে যাই দোঁহে যশোদার পাশ।
পুরাইয়া আমি ত্বরা অম্বিকার আশ॥
এত কহি স্বপ্ন সতী নীরব হইল।
গল। ধরাধরি করি দুসখী চলিল॥
যমজ নক্ষত্রদ্বয় গগণ মণ্ডলে।
স্বপনে বিচরে যেন হেরি কুতূহলে॥
অচেতনে নিদ্রা সনে নন্দের গৃহিণী।
নিরখি নিকটে আসে স্বপ্ন কুহকিনী॥
সুধীরে স্বদণ্ড শিরে স্পর্শন করিয়া।
আরম্ভিল বাণী, ধনী পীযূষ জিনিয়া॥
" তব প্রতি তুষ্টা অতি ঈশান ঘরণী।
পাইবে অপূর্ব্ব পুত, শুন সুবদনি॥ "
এতেক কহিয়া স্বপ্ন রহিল নীরবে।
তাহারে সম্ভাষি, নিদ্রা কহিল যে তবে॥

" সর্ব্বাণীর কার্য্য সাঙ্গ হইল এখন।
আপনার রঙ্গ কিছু করাও দর্শন॥
অলীক বালক এক করিয়া সৃজন।
যশোদা উৎসঙ্গে তারে করহ অর্পণ॥
যে অবধি মম সনে রহিবে অঙ্গনা।
কঠোর ব্রতের ঘোর ভুলিবে যাতনা॥"
শুনিয়া স্বজনী বাণী স্বপন তখন।
বিস্তারিল কুহকিনী আনায় আপন॥
ছাড়ে ছিটা ফোঁটা নিজ তন্ত্র মন্ত্র কত।
যশোদা নিরখে রঙ্গ হইয়া শয়ত॥
সরসী হৃদয়ে যথা সরজ শোভন।
উৎসঙ্গে আত্মজ এক মেলিছে আনন॥
অপসব্যে শোভে এক কমল বিমল।
তার মাঝে নীরকণা করে ঢল ঢল॥
দক্ষিণ ভুজেতে এক কেশরী দুর্জ্জয়ে।
বধিছে কণ্ঠেতে ধরি চিত্তে হৃষ্ট হয়ে॥
প্রাণভয়ে করে পশু পদসঞ্চালন।
হাসিয়া করিছে শিশু সব নিবারণ॥
ভৈরব রবেতে ভীম ছাড়িল জীবন।
চমকিল হৃদে রামা উন্মেলে নয়ন॥
প্রত্যূষে নলিনী কিবা সরসী সুন্দরে।
তুলিয়া আনন ঊর্দ্ধে চাহে অহঙ্কারে॥
উঠিয়া অঙ্গনা পরে চারিদিকে চায়।
কোথা সে কেশরী, মরি, কিশোর কোথায়॥
বিস্ময় মানিল রামা স্বপন দর্শনে।
চিন্তিয়া চলিল তবে স্বামীর সদনে॥

নিশান্তে কুসুম যথা বিকসিত হয়।
নিদ্রান্তে কবরী, শিরে সেই রূপ রয়॥
সিথিল বিউনী সব দুলিছে আদরে।
অলস ভাবিয়া বাস, অঙ্গ হইতে পড়ে॥
বহুক্ষণ স্বীয় কর্ম্ম না করি সাধন।
তাহে রত হোতে পুনঃ না চায় নয়ন॥
বদন পাণ্ডুর বর্ণ এ হেরি কেমন।
ভাবি বুঝি কেন নিদ্রা ভাঙ্গিল এখন॥
স্বমন্দিরে গোপেশ্বর রহে বসি একা।
পতি পাশে আসি সতী ত্বরা দিল দেখা॥
নলিনীরে হেরি যথা পশে নগ নীরে।
উঠিলেন গোপরাজ হেরি গৃহিণীরে॥
করে ধরি নিজ পাশে বসায়ে যতনে।
কন " কোন কাজে আলে বল বরাননে॥"
উত্তরে রমণী শুনি ভর্ত্তার বচন।
" অপূর্ব্ব স্বপন নাথ করিনু দর্শন॥
অদ্ভুত হইবে সুত শুনহ রাজন।
ঘুমায়ে অমীয়া বাণী করিনু শ্রবণ॥
তড়িত জড়িত এক কুমার কমন।
উৎসঙ্গে বসিয়া, সিংহ বধিল জীবন॥
বিপিন প্রেরিত দিব্য আরব যেমন।
বাজিল শ্রবণে ঘুমে মধুর বচন॥
" তব প্রতি তুষ্টা অতি ঈশান ঘরণি।
পাইবে অপূর্ব্ব পুত শুনহ রমণি॥"
শুনিয়া সুন্দরী বাণী সুখে গোপেশ্বর।
প্রণয়িনী পানে চাহি করিল উত্তর॥

" আহ্লাদ না ধরে হৃদে হৃদকমলিনি।
শুনিয়া সুখদ এই স্বপন কাহিনী॥
প্রত্যূষে প্রদোষে স্বপ্ন করিলে দর্শন।
জানহ অবশ্য তাহা হইবে পূরণ॥
সফলিবে এত দিনে ব্রত সর্ব্বাণীর।
লভিলে রতন সেটি বারীশ গভীর॥
এ দিকে স্বপন সহ নিদ্রাদেবী যায়ে;
যা করিল মর্ত্ত্যে বার্ত্তা দিল মহামায়ে॥
প্রণমি পার্ব্বতী পদে লইয়া বিদায়।
নিজ নিজ স্থানে দোঁহে সুখে চলি যায়॥
প্রভাতিল রাতি এবে উদিল মিহির;
হইল বিহগচয় নীড়ের বাহির॥
ফুটিল কুসুম কুল ছুটিল মধুপ।
উঠিল সুধীর বায়ু সুরভি লোলুপ॥
যোগেশ কপর্দ্দী, যোগে করিল গমন।
একাকিনী কাত্যায়নী ভাবে মনেমন॥
মম বরে পীতাম্বর নন্দেরি নন্দন।
বলিয়া, হইবে শুনি বিদিত ভুবন॥
আকাশ বাণীর বাণী বুঝিতে না পারি।
সুধাই কাহারে নাহি সাথে ত্রিপুরারি॥
বসেন সর্ব্বাণী যোগে করি আচমন।
দুই কর হৃদে ধরি মুদি দুনয়ন॥
কালত্রয় ত্রিনয়ন আগে দাঁড়াইল।
মায়াবলে মাহেশ্বরী সমগ্র জানিল॥
" দেবকী নন্দন দেব বাসুদেব হয়ে।
ধ্বংস করিবেন কংস আদি রিপুচয়ে॥

রাখি যাবে বসুদেব তাঁরে বৃন্দাবনে।
পালিবে অপত্য জ্ঞানে যশোদা যতনে ॥
নন্দের নন্দিনী হয়ে জন্মিব আপনি।
আমার জনমে রক্ষা পাবে চিন্তামণি ॥”
এই রূপ হৃদে চিন্তি ঈশান রমণী।
আপন মায়ারে মর্ত্ত্যে পাঠান তখনি ॥
যশোদা জঠরে মায়া যায়ে প্রবেশিল।
গর্ব্ভিণী নন্দের পত্নী গোকুলে ঘোষিল ॥

ইতি শ্রীকংসবিনাশ কাব্যে যাদবজন্ম
উদ্যোগোনাম প্রথমঃ সর্গঃ।

দ্বিতীয় সর্গ।

নিদয় নিদাঘে তপ্ত আছিল ভূতল।
হাসিয়া নীরদ নীর বর্ষিছে, শীতল॥
জলধার হোতে অঙ্গ রক্ষিতে আপন।
পল্লবিত শাখা, শাখী করে উত্তোলন॥
বসুধা সুন্দর বেশ করিয়া ধারণ।
থরে সরে প্রেমভরে ভাসে অনুক্ষণ॥
মুক্তাফল ঘন জল পরি সরোজিনী।
বদন তুলিয়া নাথে, ডাকে বিরহিণী॥
কে আর দেখিবে শোভা সবিতা কোথায়।
বারিদ-দ্বিরদ ছিন্ন ভিন্ন করে তায়॥
নয়ন সলিল পদ্মী করি বিসর্জ্জন।
শোকে সরসীর বারি করিছে বর্দ্ধন॥
গিরি গুহা মধ্যে শুনি অভ্রের আরব।
যুঝিতে প্রলয় বায়ু বাহিরিছে সব॥
চির শত্রু সনে রণ করি ক্ষণকাল।
লুকায় শৈলের হৃদে বিস্তারি জঞ্জাল॥
বিটপীর তুঙ্গ শির ঈর্ষিয়া অম্বর।
বজ্রপাতে ঊর্দ্ধ মাথা করে খর্ব্বতর॥
জীবন বিহনে দুঃখে ত্যজিয়া জীবন।
বাহিনী অবনী বক্ষে করিত গমন॥
সলিল সংযোগে এবে হরিষে মাতিয়া।
রঙ্গ করি ধায়, সঙ্গে তরঙ্গ রঙ্গিয়া॥
তটে বসি তরুলতা পিয়ে স্নিগ্ধ নীর।

সুস্থ করে অঙ্গে কেহ ডোবাইয়ে শির॥
বজ্রনাদে পাণ্ডুবর্ণ সুধাংশু শোভন।
মুদির মধ্যেতে, দেখি, আবরে আনন॥
আতঙ্কিয়া অভ্রব্যূহ আরব ভীষণ।
তারকা অম্বর আড়ে মেলিছে নয়ন॥
আকাশ আপন বিভা দেখায় সঘনে।
নিরখি জনমে ক্ষোভ শিখণ্ডীর মনে॥
প্রকাশিয়া পুচ্ছ গুচ্ছ নাচিছে উল্লাসে।
বোধ হয় তড়িতের আভা উপহাসে॥
চাতকিনী সন্তাপিনী না পায়ে শীকর।
অবিরত বারি এবে দেয় জলধর॥

শমন সদন সম কংস কারাগার।
নিভৃত পাইয়া যথা বৈসে অন্ধকার॥
নাহিক ভানুর ভয় অভয় অন্তরে।
দেবকী, দেবকীনাথ সনে বাস করে॥
গভীর গুহার দ্বারে দীপন যেমতি।
থাবা অগ্রে স্থাপি বৈশে, ভয়ঙ্কর অতি॥
যমদূত সম কায় মূরতি ভীষণ।
দাঁড়ায়ে আছয়ে দ্বারে, দেখি অনুক্ষণ॥

স্বভাবের রব সহ মিশাইয়ে স্বর।
দুঃখিনী দেবকী ধনী কাঁদে নিরন্তর॥
বাহিরে মেঘের ধার বরষিছে ঘন।
দেবকী আঁখিতে বারি কারাতে পতন॥
হাঁকিছে পবন ঘোর বন উপবনে।
বিকল বিটপী কুল তরুলতাগণে॥
দারুণ দুঃখেতে কেহ পড়ে ধরাতল।

গভীর সরসীনীরে ডুবিছে কমল ॥
হরিছে পবন কার প্রসূন শোভন।
শিহরিছে হৃদে, পায়ে বিষম বেদন ॥
বহিছে দেবকী হৃদে ঘোরতর বাত।
উঠিছে অন্তর বনে বিষম উৎপাত ॥
ছিঁড়িছে কুসুম সব, কাতরি নারীরে।
ডুবিছে মানস পদ্ম শোক সরঃ নীরে ॥

জ্বলিত অনল পাশে রহিলে যেমন।
বহ্নির বিষম তাপ তাপয়ে জীবন ॥
দেবকী অন্তর তপ্ত নিশ্বাস সঘন।
বাহিরিয়া বসুদেবে করিছে স্পর্শন ॥
দহিছে দেবকীনাথ, অন্তরে গুমরি।
অক্ষির ভিতর বাষ্প বেগ রাখে ধরি ॥
স্বনারীরে সান্ত্বনা করিছে নানামতে।
মনোব্যথা যায় কভু চলি পুষ্প পথে ? ॥
আকুলা অঙ্গনা, ভাবি কংসরাজ ত্রাস।
জন্মিলে সুতেরে দুষ্ট করিবে বিনাশ ॥
পতি পানে চাহি সতী কাঁদিয়া কহিছে।
দুঃখে বসি বসুদেব পরাণে দহিছে ॥

" নৃসোম নৃশংস কংস অতি দুরাচার।
সদ্যঃসূত কত সুতে করিল সংহার ॥
গোহন্তা, গর্ব্ভিণী হেরি গাভীরে আপন।
কোমল মাংসের আশে সুখিত যেমন ॥
প্রসব সময় পুনঃ ঘুনায়ে আসিছে।
নিষ্ঠুর তাহার প্রাণ প্রেমেতে ভাসিছে ॥
অগ্নি গিরি হৃদে, বহ্নি রহিয়া যেমন।

বাহিরিলে বক্ষ তার করি বিদারণ॥
সহিতে না পারি সেই যাতনা বিষম।
শিহরে অন্তরে শৈল, দগ্ধা মৃগীসম॥
এ জঠরে জন্ম নিয়ে এ তনয়গণ।
বাহিরে আসিয়ে মোরে করিছে দাহন॥
কেন না হইছে তারা ধ্বংস কংস করে।
জ্বলিতেছে শোকানল অন্তর ভিতরে॥
কুরঙ্গ ছাড়িয়া নিজ নিবাস নির্জ্জন।
ব্যাধের পথেতে পড়ি, হারায় জীবন॥
তেমতি সন্ততি যত ত্যজি এ উদর।
অবনী বিপিনে আসি মরিছে তৎপর॥
যে বনে ভ্রমিছে কংস, কিরাত সমান।
এ কুরঙ্গী শাবকের লইতে পরাণ॥
ভস্মসাৎ হলে দারু, দারুণ জ্বলন।
না পারে তাহারে আর করিতে দাহন॥
আত্মন্ এ হীন তনু ছাড়হ এখনি।
পাবে ত্রাণ শোকানলে, এ দীনা রমণী॥
স্বপাপে এতাপ বুঝি সহি নিরন্তর।
শৈবল, পঙ্কিল সরঃ ঘেরে কলেবর॥
নহিলে পরাণ কবে ছাড়িত এ তনু।
হত সাত সুত শোক শেলে না মরিণু॥
আত্মঘাতে এ আঘাত করি নিবারণ।
ইচ্ছা করে ধরা ছেড়ে জুড়াই জীবন॥”

এতেক বিলাপি বামা করি হাহাকার।
অবনী বক্ষেতে পড়ে খাইয়া আছাড়॥

দূর বনে তীক্ষ্ণ, বাণে পড়িলে কুরঙ্গ।

আর্ত্তনাদ শুনি ব্যাধ ধায় করি রঙ্গ॥
জীবন যাতনা তার নিরখি নির্দ্দয়।
সম্মুখে রহিয়া হাসে, সুখিত হৃদয়॥
ব্যাকুলা হরিণী সমা বিদ্ধ শোক শরে।
দেবকী ভূমেতে পড়ি কাতরে অন্তরে॥
হৃদে কর হানি খেদে কাঁদিছে রমণী।
দ্বারবান্‌গণ রঙ্গ দেখিছে অমনি॥

বসুদেব এই মত বসি দুঃখ দ্বারে।
ভুঞ্জিতেছে শোক পুঞ্জ কংস কারাগারে॥
গর্ব্ভিণী প্রাণের পত্নী তাহে এ প্রমাদ।
বিষয় বুঝিয়া বিধি সাধিয়াছ বাধ?॥
বনে দিয়ে রামে তবু আশা না পূরিল।
তোমার লিখনে সীতা রাবণ হরিল॥
শনির আক্রোশে পড়ি পশিয়া প্রান্তর।
সহিল কতেক ক্লেশ নিষধ ঈশ্বর॥
বিপদের কাল জাল আসি যবে ধরে।
এই মত অবিরত দেখি চরাচরে॥
সরোবরে সৌরকর শুষি তার জল।
রক্ষা কি করয়ে কভু সরস কমল?॥

চল মাতঃ শ্বেতভুজা স্থানান্তরে যাই।
সুখকর শোভাস্তোম দেখিবারে চাই॥
বিদরে হৃদয় দুঃখে শুনি শোক ধ্বনি।
কাঁদিছে ধূলায় পড়ি দুঃখিনী রমণী॥
তুমি সে আনিলে পুনঃ আসিব হেথায়।
ক্ষণকাল জন্য দাসে দেহ গো বিদায়॥
প্রভু আজ্ঞা অনুবর্ত্তি ভৃত্য যেই জন।

নারে কর্ম্ম করিবারে ইচ্ছায় আপন॥
হৈম সিংহাসনে বৈসে কংস মহাবল।
বিবিধ ভূষণ অঙ্গে করে ঝল মল॥
কনক কিরীট শিরে রতনে শোভন।
ফুটেছে তারকা কিবা রঞ্জিয়া নয়ন॥
পাত্র মিত্র আদি যত চৌদিকে বেড়িয়া।
নীরবিছে বন্দী বৃন্দ বন্দনা করিয়া॥
রঞ্জিত বিবিধ রাগে সভা মনোরম।
ভূতলে ভাসিছে ভাতি সুরকর সম॥
নিবিড় কানন পর্ণ চন্দ্রতাপ নীচে।
বিটপীর স্কন্ধ সব যেমতি সাজিছে॥
সারি সারি স্তম্ভ সার তুলি উচ্চ শির।
রাখে ধরি রুচ্য ছাদ সদাকাল স্থির॥
শোভিছে বিতান ঊর্দ্ধে রক্ষিয়া মস্তক।
ঝুলিছে ঝালরে মুক্তা স্তবক স্তবক॥
দাঁড়ায়েছে ছত্রধর স্বর্ণ ছত্র করে।
স্বীয় শাখা শাখী যেন ধোরেছে আদরে॥
ঢুলায় চামর ধীরে সুধীর কিঙ্কর।
রহে যাহে শান্ত ভাবে বায়ু নিরন্তর॥
আজ্ঞার কারণ অগ্রে রহে ভৃত্যগণ।
রাখে দ্বার দ্বারবান্ মূরতি ভীষণ॥
এ হেন সময়ে আসি দূত এক জন।
নমিয়া নরেশ পদে করে নিবেদন॥
“গর্ব্বিণী দেবকী ধনী দশ মাস হয়।
ভাবিয়া দেখুন, দেব, প্রসব সময়॥
সাবধানে রক্ষা করা উচিত তাহারে।

কি জানি বাঁচায় পুতে ছলিয়া তোমারে॥
গোপনে গরল যথা রাখয়ে ফণিনী।
পালিছে তোমারি অরি উদরে পাপিনী॥
জন্ম মাত্র বাল-ব্যাল যদি তারে খায়।
তবে ত নির্ব্বিঘ্নে বিঘ্নে এড়াইলে, রায়॥
তার মুখ হৈতে রক্ষা পেলে কাকোদর।
কাননে যাইয়া, জীয়ে হবে ভয়ঙ্কর॥
ফিরিবে সুযোগ চাহি, করিতে দংশন।
তাই হে উপায় এবে দেখহ রাজন্॥"

এতেক দূতের মুখে করিয়া শ্রবণ।
পার্থিব উঠিল পরে ত্যজিয়া আসন॥
জবাবর্ণ দুনয়ন ঘুরিছে সঘনে।
বৈশ্বানর আসি ত্বরা বসিল আননে॥
দশন আসিয়া ঘন পড়িছে অধরে।
উঠিতে চাহিছে ভুরু কপাল উপরে॥
বিকট বিটপী যেন হেরি প্রভঞ্জনে।
শির নাড়ি সুসজ্জিত হৈল ঘোর রণে॥
চমকিল চিত্তে, চায়ে কম্পে সভাজন।
মনোলোভা সভা, শোভা করিল হরণ॥
অহস্কর অগ্নি সম হানিলে কিরণ।
রুষ্ট মূর্ত্তি মহীতলে করয়ে ধারণ॥

"এ দেব বিভবে ধিক্ সব অকারণ।
কংস অরি কংসাগারে একি অলক্ষণ॥
গর্ব্বিণী কর্কটী যথা নাশিতে আপনে।
রক্ষিছে আপন রিপু নিজ নিকেতনে॥
দেহ অসি আসি নাশি যাইয়ে এখনি।

দেখি কিসে হয় ধ্বংস কংস নৃপমণি ॥
দিন দিন বাড়ে শত্রু আপন সদনে।
নিশ্চিন্ত রহিছি আমি মত্ত রাজ ধনে ॥
নির্ভয়ে নিবাসে কভু নীড়েতে পক্ষিণী।
যে অবধি রহে তাহে ভীষণা ফণিনী ? ॥
বিশেষতঃ সুরবাণী উদিল অন্তরে।
বিনাশিবে দৈবকেয় জন্মি এ জঠরে ॥ ”
এই রূপ কহি ভূপ আসিল বাহিরে।
অগ্রসরি মহামাত্য কহিছে সুধীরে ॥
“ ক্ষম ক্ষেমঙ্কর কেন ক্ষিপ্ত অকারণ।
ধর ধীর অধীনের বিধেয় বচন ॥
কি ছার ডরিছে তারে সামান্য মানব।
শিবার উদরে হবে কেশরী উদ্ভব ? ॥
বিশেষতঃ বৈসি রহে কতেক কিঙ্কর।
আজ্ঞা দেহ কোন কাযে হইবে তৎপর ॥
শম্ভু সম পরাক্রমে অসুরাশি সনে।
সাজে নিজে প্রভঞ্জন যুঝিবারে রণে ॥
ব্রততীর নত শিরঃ করিতে কখন।
মূর্ত্তিমান হয়ে নাহি আসে ত পবন ॥
সামান্য শিশুকে এক করিতে নিধন।
যাইবে কি অসি হাতে আপনি রাজন্ ? ॥
হাসিবে অরাতি বৃন্দ ঘুষিবে দুর্নাম।
ঘরে বসি ভৃত্য যত ভুঞ্জিবে বিরাম ? ॥ ”
এতেক কহিয়া পাত্র নীরব হইল।
আসিয়া আসনে পুনঃ পার্থিব বসিল ॥
সভাতলে হেনকালে দুন্দুভি বাজিল।

সে ভীষণ স্বন সহ সৈন্যেরা সাজিল ॥
কাননে করিণী ধ্বনি ধ্বনিলে যেমন।
ধনীরে ধাইয়া আসি বেড়ে করীগণ ॥
রুষি ভূপ পাশে সবে করিছে গমন।
সচঞ্চল ধরা তারা চালিছে চরণ ॥
সাহসে বাঁধিয়া বুক, অন্তরি তরাসে।
আস্ফালিছে আসি সবে ভূপতির পাশে ॥
"অকালে উঠিল কেন এ ঘোর ঘর্ঘর।
নাচাইয়া বীর হিয়া ওহে নরেশ্বর ॥
আসি কেবা এসময়ে সাধিল শমনে।
ছাড়িয়া জীবন আশা হেরিতে মরণে ॥
এ হেন সাহস কেবা ধরিল ভূতলে।
জাগাইল সুপ্ত মৃগরাজে কুতূহলে ॥
ছিণ্ডিব কাহার তুণ্ড দণ্ডিব কাহারে।
খণ্ডিব কাহার মুখ বন্দী করি কারে ॥
শুষিব কি কালিন্দীর নীর সমাকুল।
বাঁধিব ধনীরে কিম্বা ভাঙ্গি তার কূল ? ॥
কি কারণ হে রাজন্ ডাক আমা সবে।
দূরিব বিপদ কিম্বা মাতিব উৎসবে ॥"
শুনি সব সৈন্য বাণী অমনি ভূপতি।
উত্তর করিল তবে হয়ে হৃষ্ট অতি ॥
"সাধিতে নহিবে ওরে অসাধ্য সাধন।
যে কারণে তোমা সবে ডাকিনু এখন ॥
দেবকী উদরে আছে অরাতি আমার।
রাজ্যের মঙ্গল তার হইলে সংহার ॥
কারা দ্বার রক্ষা সবে কর সাবধানে।

ফিরিবে কতেক চর ছিদ্রের সন্ধানে ॥
যে কালে জন্মিবে পুত্র লইবে তাহারে।
ঝটিতি সন্ততি সহ ভেটিবে আমারে ॥
হাসি অনীকিনীচয় হরিষে চলিল।
দেবকী আগার চারি পাশেতে রহিল ॥
পন্নগ বিবর দ্বারে পন্নগ-অশন।
বসিল আসিয়া কিবা, মূরতি ভীষণ ॥
মেঘান্তে আদিত্য যথা হাসে অন্তরীক্ষে।
কংস রাজে ঘেরি সবে বসে চারিদিকে ॥
ভাল রূপে বিস্তারিতে ধরায় কিরণ।
গগণের ঊর্দ্ধ্বগমে পাতিয়া আসন ॥
বসিলেন বিবস্বান ঘুরায়ে নয়ন।
রশ্মিপাতে পক্ষীব্রজে করিতে দাহন ॥
কুলায় লুকায় ভয়ে বিহগ সঙ্কুল।
তপনে শমন সম হেরিয়া আকুল ॥
নিবিড় কানন, কুঞ্জে পশে ছায়া ধনী।
আসি রাজ্য নিল কান্ত দুরন্ত দ্যুমণি ॥
নীরাশয়ে জলাশয়ে আসে জীবগণ।
ত্যজিয়া ভুবন ভয়ে পলায় পবন ॥
যমুনা বাহিনী তটে বিটপী ছায়ায়।
রোমন্থ অভ্যাসে গাভী, কেহ নিদ্রা যায় ॥
কোমল কুসুম কুল তাপিত অন্তরে।
ললিত লতিকা যত ভূমে ঢলি পড়ে ॥
সভাভঙ্গ শঙ্খধ্বনি হইল চৌদিকে।
মোহিত সভাস্থ যত, গায় বৈতালিকে ॥
" জয় কংস রিপু ধ্বংসকারী মহাবল।

অচিরে অরাতি বৃন্দ যাবে রসাতল ॥
মথুরা নগরী জয় সুখের আগার।
তোমার গৌরব রবে বিদিত সংসার ॥
যোরুগ মুরারি ভক্ত বৈষ্ণব নিবহ।
পূরুগ পার্ব্বতী রবে পুর অহরহ ॥
কালিন্দী কর্দ্দমে যায়ে প্রোগুগ অসুখ।
না হেরে নগরী যেন বিপদের মুখ ॥
কমলে! অচলা হয়ে রহ কংসালয়ে।
ভ্রমর প্রেমের লোভে যথা কুবলয়ে ॥
ডাকুগ দেবকীসুতে শমন সত্বর।
সুস্থির অন্তর সুখে হোন রাজ্যেশ্বর ॥
ত্যজুগ জীবন দুঃখে আশু বসুদেব।
রক্ষণ করুন নৃপে, দেব বামদেব ॥"

উঠিলেন নৃপমণি ত্যজি সিংহাসন।
নিজ নিজ স্থানে চলি গেল সভ্যগণ ॥
ভাসিল নৌবত রব নগর দোয়ারে।
সভা ছাড়ি দ্বারী ব্রজ বাহিরে কাতারে ॥
ডুবিল মথুরা পুরী আনন্দ অর্ণবে।
মরিবে কংসের অরি, কহিতেছে সবে ॥

কংস দূত অহরহ রহে কারা দ্বারে।
পড়িল দেবকী নাথ অকূল পাথারে ॥
কেমনে রক্ষিবে সুতে ভাবে নিরন্তর।
হইবে কামিনী সারা এ কারা ভিতর ॥
লইবে নৃশংস আসি আত্মজে নিশ্চয়।
মরিবে দেবকী দুঃখে হারায়ে তনয় ॥

এই রূপ বসুদেব চিন্তায় মগন।

বিস্তারে বিপদ ক্রমে বিকট বদন॥
ভাদ্রে আর্দ্র ভবতল ভীষণ রজনী।
প্রসব বেদনে ব্যস্তা দেবকী রমণী॥
বরষিছে বৃষ্টি ঘন হাসিছে তড়িত।
কড় কড় রড়ে বজ্র বিটপে পতিত॥
অধীরা অঙ্গনা, কান্তে কহে ধীর স্বরে।
অম্বর উপর উস্রু আঁখি নীর ঝরে॥
" হায় নাথ প্রাণ যায় উপায় কি বল।
গর্ব্বের যাতনা ক্রমে হইছে প্রবল॥
দ্বিগুণ আগুন আর জ্বলিছে তাহাতে।
জন্মিলে মরিবে সুত নৃশংসেরি হাতে॥
শ্বান যথা শব দেহ করিতে হরণ।
সর্ব্বদা শ্মশান ভূমে করয়ে ভ্রমণ॥
জাগিতেছে দুত দ্বারে অতি ভয়ঙ্কর।
লয়ে যেতে দুঃখিনীর সুতে অতঃপর॥
নয়ন ভীষণ যার করি নিরীক্ষণ।
ভয়ে নিদ্রাদেবী কাছে না করে গমন।
ওরেরে দারুণ বিধি একি বিধি তোর।
আমার দুঃখের নিশি হবে না কি ভোর?॥
কাল গর্ব্বে কত পুত করিয়া প্রেরণ।
অকালে কালের করে করিলি অর্পণ॥
এখন বাসনা তব না হোলো পূরণ।
না জানি কপালে কিবা আছয়ে লিখন॥
হত সুত শোকে বুক বিদীর্ণ না হয়।
তাই কি পাষাণ পুনঃ হানিছ নির্দ্দয়?॥
কেন না বিষম ভর সহি অবশেষ।

ভেদিয়া হৃদয় এই হবে প্রাণ শেষ॥
জাঙ্গালের এক ধাপ ভাঙ্গিয়া তরঙ্গে।
দুরন্ত কি হয় ক্ষান্ত আপনার রঙ্গে?॥
শক্র হস্তে সাত পুত্র হইল নিধন।
তবু না পূরিল তব আকাঙ্ক্ষা এখন॥
না জানি কি ঘোর পাপে পশি এ উদরে।
পড়িতেছে পুত্র সব শমনেরি করে॥
বুঝিয়া হইল গর্ব্ভ অপূর্ব্ব সময়।
নিদাঘে দ্বিতীয় রবি অম্বরে উদয়॥
নারীর সহায় পতি তিনি নিরাশ্রয়।
মূর্ত্তিমান্ দুঃখ যেন, দেখি কারালয়॥
আমারে দুঃখিনী জানি দুঃখ কি আপনি।
আসিল আগার হেন ত্যজিয়া অবনী॥
কি আশ্বাসে এনিশ্বাস বহিছে এখন?।
অধিক যাতনে নাকি করিতে যতন॥"

কামিনী এতেক কহি হারায় চেতন।
শিহরি শরীরে ভূমে হইল পতন॥

চমকিয়া বসুদেব চারিদিকে চায়।
অপূর্ব্ব আত্মজ এক দেখিবারে পায়॥
সরোজ সুরভি সহ হইল সৃজন।
তাই সে সকলে তোলে করিয়া যতন॥
স্নেহরূপ সুরভিতে বিধি গুণবান।
মাখায়ে পাঠান ভবে, কুসুম-সন্তান॥
যে প্রসূন ঘ্রাণ পশি মানব নাসাতে।
সতত কহিয়া দেয় তুলি নিতে হাতে॥
সকাশে কুসুম এক রহে ফুল্ল হয়ে।

দেখি বসুদেব যত্নে তুলিল হৃদয়ে॥
কুসুমে কুসুম বাণ রহে সবে জানে।
আছিল এ ফুলে শোক শর, বাজে প্রাণে॥
সে আঘাতে দহি হৃদে, দেবকীরমণ।
আপনা আপনি দুঃখে কহিছে তখন॥
“কি সূত্রে বাঁচাই পুত্রে না হেরি উপায়।
বিষয় বুঝিয়া বিধি ঠেকাইল দায়॥
এ হেন কোমল পুষ্প কুলাঙ্গার করে।
কেমনে অর্পিব ভাবি, হৃদয় বিদরে॥
কিন্তু, সুশোভিতা লতা ভূষণ আপন।
সাধ করি পরকরে, করে কি অর্পণ?॥
যদি না আসিয়া দুষ্ট, অধারিয়া তারে।
আভরণ সেই অঙ্গ হৈতে অপহারে?॥
ইচ্ছা করে এইক্ষণে ত্যজি পাপ-প্রাণ।
অসহ্য এ শোক সব করি অবসান॥
কি হবে নারীর গতি, মম মরণান্তে।
তাই ভাবি আহবান না করি কৃতান্তে॥
পক্ষিণীর নীড় শূন্য করিয়া যেমন।
শাবকে, শবর আসি করয়ে হরণ॥
তেমতি আসিয়া দুষ্ট কংস দূতগণ।
শিশুরে লইয়া যাবে বলেছে আপন।
পূরিবে এ কারা ঘোর, দেবকী, ক্রন্দনে।
শূন্য নীড়ে বিহঙ্গিনী কাঁদে যথা বনে॥”
এই রূপ বসুদেব চিন্তিতে অন্তরে।
দর দর নীরধার নয়নেতে ঝরে॥
সে জল স্বশিশু আস্য শোভিল সুন্দর।

নিশান্তে নীহার যথা নলিনী উপর ॥
ঈশানের অঙ্কে বসে ঈশানী রমণী।
আচম্বিতে রুচ্যবপু কাঁপিল তখনি॥
অধীর অপর্ণা দেহ দেখিয়া শঙ্কর।
বিধুমুখী মুখ চাহে, কহেন সত্বর ॥
" কি কারণে বরাননে বলহ আমারে।
চঞ্চলিল বপু তব, কি ভয় কাহারে ॥
শঙ্করেরে শঙ্কা করে, কেনা এ সংসারে।
তারি সঙ্গে থাকি শঙ্কা ঘটিল তোমারে ? ॥
এতেক কহিয়া শম্ভু চৌদিকে চাহিল।
সুপ্ত সিংহ উঠি কিবা আঁখি উন্মীলিল ॥
ভূতেশে বিবশ হেরি হৈমবতী ধনী।
পতি পানে চাহি সতী, উত্তরে অমনি ॥
" কেশরিণী একাকিনী রহে যবে বনে।
সুদূরে পলায় ডরে হেরি জীবগণে ॥
কিন্তু ধনী আসি যদি মেশে পতি সনে।
কে সাহসে সে দোঁহারে মাতাইতে রণে ॥
সংসার সংহারকারী তুমি ওহে নাথ।
তাঁহার নারীরে কবে সম্ভবে উৎপাত ॥
কিন্তু, ধীর যেই ধর ঘোর প্রভঞ্জনে।
থর থর কম্পে ঘন অন্তর দাহনে ॥
জন্মিল যাদব, দেব, দেবকী জঠরে।
আমারে রক্ষিতে তারে হৈবে কংস করে ॥
কাঁদে বসুদেব কারে লইয়া সন্তানে।
চঞ্চলিল মম চিত্ত সেই শোক বাণে ॥
আজ্ঞা দেহ যাই, দেব, মর্ত্ত্যে একবার।

এদায়ে দেবকী নাথে করিতে উদ্ধার ॥
নগবালা এত কহি নীরব হইল।
অম্বানাথ অম্বিকারে উত্তর দানিল ॥
"বটক্ষণ তোমাছাড়া অলক্ষণ হরে।
দিগম্বর দিগ্ দশ শূন্য জ্ঞান করে ॥
কিন্তু আজি যেতে দিতে তোমারে ধরণী।
কি কব চাহিছে মম পরাণ আপনি ॥
ত্বরা চলি যাও সতী যথা জনার্দ্দন।
ত্রিশিঙ্গী ত্রিশূল লয়ে করুগ গমন ॥
কেননা গভীর অতি রজনী ভীষণ।
একাকিনী নারি তোমা করিতে প্রেরণ ॥"
সাজিল ত্রিশিঙ্গা ভীমা ভুজঙ্গিণী ভূষণে।
শূলীর ত্রিশূল করে লইল যতনে ॥
নীরদ সহিত যথা চলে সৌদামিনী।
চলিল ভূঙ্গিণী সহ ভূতেশ ভাবিনী ॥
গরজিছে অভ্রব্যূহ ঘোর ঘর ঘরে।
স্বনিতেছে সমীরণ ঘন মড় মড়ে ॥
ছুটিতেছে অনম্বরে বজ্র কড় কড়ে।
চলিছে চপলা চল উজ্জ্বলিয়া স্বড়ে ॥
যথা বিস্তারিয়া বপু, বিটপী আপন।
রক্ষা করে বারিধারে, আশ্রিত যে জন।
বাড়ায়ে শরীর স্বীয় ত্রিশিঙ্গী ভৃঙ্গিণী।
আবরে মৃড়ানী অঙ্গ, আদরে কামিনী ॥
বায়ু সহ হৈমবতী পশি কংস কারে।
বসুদেবে এই মত কন কর্ণ দ্বারে ॥
"নন্দালয়ে সুতে লয়ে করহ গমন।

নহিলে কংসেরি করে হইবে নিধন ॥
যশোদারি কোলে রাখি আপন কুমার।
চলিয়া আসিবে হরি কুমারী তাহার ॥ ”

অমনি সে বাণী শুনি দেবকীরমণ।
কারা বারে বাহিরিল লইয়া নন্দন ॥
দেখিল দ্বারেতে কংস দ্বারবানগণ।
পতিত বিটপী সম করিয়া শয়ন ॥
নৃশংস কংসের ত্রাস ভাবি মনেমন।
তবু বসুদেব পাছে চায় ঘন ঘন ॥
হায়রে কুরঙ্গ যথা কিরাতেরি ভয়ে।
পৃষ্ঠদেশে দেখে, যবে দৌড়ে শিশু লয়ে ॥
গভীর যামিনী ঘোর নয়নে আঁধার।
হাঁকিছে বিদ্যুৎ, বজ্র, ঝরে বারিধার ॥
অপর্ণা অদৃশ্য ভাবে বসুদেব সঙ্গে।
ত্রিশিঙ্গী ভঙ্গিনী সহ চলিছে সুরঙ্গে ॥
ক্রমে কালিন্দীর কূলে যায়ে উতরিল।
বসুদেবে এবে বড় বিপদ ঘটিল ॥

উথলিছে বাহিনীর নীর সমাকুল।
উঠিছে ভীষণারব পরাণ ব্যাকুল ॥
চির রিপু সনে যেন যুঝিবারি তরে।
হুঙ্কারে হ্রাদিনী রাগে স্ফীতা কলেবরে ॥
সমীর রুষিয়া, যত ঊর্ম্মিরে ধরিয়া।
জাঙ্গাল কোলেতে আনি ফেলে আছাড়িয়া ॥
তবুত তরঙ্গচয় মস্তক তুলিছে।
পুনরপি সদাগতি কুপিয়া ফেলিছে ॥
তরণী, ক্ষেপণীধর, রাখিয়া তরাসে।

কর্ণধার সহ কোথা আতঙ্কে নিবাসে ॥
কেমনে যাইব আর তটিনীর তটে।
ভাবি বসুদেব বড় ঠেকিল সঙ্কটে ॥
ত্রিশিঙ্গীরে ধীরে উমা কহিল অমনি।
"বারেক বাহিনী কূলে চলে যাও ধনি ॥
সেতু সম রহ শুয়ি সলিলে তাহার।
পারে যেন বসুদেব যেতে আর পার ॥"
এক মুহূর্ত্তকে মূর্ত্তি করিয়া বর্দ্ধন।
যমুনা সলিলোপরি করিল শয়ন ॥
পদদ্বয় এক পারে করিয়া স্থাপন।
আর পারে মাথা ভীমা করিল ক্ষেপণ ॥
ভটস্থিত তরু যেন ভাঙ্গিয়া সমীরে।
দুই কূল যুড়ি ভীম, ভাসিতেছে নীরে ॥
বক্ষেতে বিষম ভার হইল পতন।
দেখি বীচিচয়, তার সঙ্গে দ্বন্দ্বে ঘন ॥
সে বপুর পাশে নীর কল কল করে।
বক্ষভরে স্রোতস্বতী বুঝিবা গুমরে ॥
সম্মুখে সে সেতু দেখি দেবকীরমণ।
নমিয়া নদীরে, তাহে অর্পিল চরণ ॥
সুখিত হৃদয়ে সুতে করিয়া ধারণ।
যমুনার আর পারে করিল গমন ॥
ক্রমে নন্দালয়ে যায়ে উপস্থিত হন।
দুর্যোগে নাবিক কূল করিল প্রাপণ ॥
নিদ্রিতা নন্দের নারী মায়ামায়া বলে।
খেলিছে নন্দিনী এক কোলে কুতূহলে ॥
— ... ... পরবাসীগণ।

ভুঞ্জিছে বিরাম ভাল মুদিয়া নয়ন ॥
আনক-দুন্দুভি পশি যশোদাসদন।
মাতা ক্রোড়ে শোভা সুতা, করে নিরীক্ষণ ॥
(বৃদ্ধ বিটপীর কোলে যথা কিসলয়।
কিম্বা ফণী শিরে রুচ্য মণি আভাময়) ॥
আপনা আপনি কিবা সুখিতা হসনে।
বিমল সরসী যথা সবিতা কিরণে ॥
লাক্ষারসে আসি কেবা লিখিল চরণ।
গণ্ড দুটী টিপি কৈল শোণিত বরণ ॥
রাঙ্গণ প্রসূন দল করিয়া হরণ।
রুচির অধরোপরি করিল স্থাপন ॥
ভাল রূপে উজ্জ্বলিতে অবনীমণ্ডল।
ভূমে শশী পড়ে খসি, ছাড়ি নভঃস্থল ॥
স্বশিশুরে রক্ষিবারে দেবকীরমণ।
পরপুত বিনাশিতে করিল মনন ॥
কুটিল কোকিল যথা বায়সী বাসায়।
ভাঙ্গি তার ডিম্ব স্বীয় ডিম্ব রাখি যায় ॥
বসুদেব নিজ সুত রক্ষিতে জীবন।
নন্দ সুতা লয়ে রাখে নন্দন আপন ॥
(অদ্ভুত অপত্যস্নেহ প্রভাব অপার।
যাহারি অস্তিত্বে, দেখ, চলিছে সংসার) ॥
ফিরে এলো বসুদেব দেবকী সকাশে।
বিহঙ্গ আসয়ে যথা বিহঙ্গীর পাশে ॥
প্রস্তর আঘাতে দিব্য অম্বু সরোবরে।
ত্যজিয়া রজত বিভা কর্দ্দম উপরে ॥
সমল বরণ বারি ত্যজি তত্তঃ পরে।

আপনার রুচ্য কান্তি পুনরপি ধরে ॥
মূর্চ্ছান্তে দেবকী সতী তেমতি উঠিল।
সমল সরেতে কিবা কমল ফুটিল ॥
কেননা গভীর তম পূর্ণ কংস কারে।
দেবকী বদন পদ্ম তাহার মাঝারে ॥
কাতরে কামিনী পরে কহিছে তখন।
কপোতীর রবে, আহা কাননে যেমন ॥
“ অদ্ভুত স্বপন এক করিনু দর্শন।
কি আর কহিব, যার বিচিত্র বর্ণন ॥
পরমা সুন্দরী এক দেবের রমণী।
পদ্মহস্ত শিরে দিয়ে কৈল সুবদনী ॥
‘ শান্ত হও সীমন্তিনি না ভাব অন্তরে।
কার সাধ্য তব সুতে প্রাণে নষ্ট করে ॥
অচিরে মরিবে কংস পাপে আপনার।
ধরা ছাড়ি পলাইবে অধর্ম্ম বিকার ॥’
কামিনী এতেক কহি সম্মুখে আইল।
আমার আত্মজে নিজ হৃদয়ে লইল ॥
আসি বলি আচম্বিতে পুনঃ দেখাদিল।
আমার উৎসঙ্গে এক কুমারী অর্পিল ॥”
এতেক রমণী মুখে করিয়া শ্রবণ।
আস্য তুলি আস্তে তবে উত্তরে রমণ ॥
“ যা কহিলে সত্য সব শুন প্রাণেশ্বরি।
স্বপন কুহক হেন নাহি জ্ঞান করি ॥
প্রসবিলে যবে তুমি কুমার শোভন।
সুতে হৃদে লয়ে আমি করিনু রোদন ॥
তখনি শ্রবণে শব্দ স্বনিল সুন্দর।

"সুতে লয়ে নন্দালয়ে চলহ সত্বর॥"
অমনি সে বাণী শুনি ছাড়ি এ আগার।
কালিন্দী করাল বারি হইলাম পার॥
যশোদারি অঙ্কে রাখি নন্দন আপন।
ফিরিনু কুমারী তারি করিয়া হরণ॥
এই সেই সুতা তারি দেখহ সুন্দরি।
তমোময় হীন ধাম আছে আলো করি॥"
এতেক আলাপে রাত্রি বঞ্চে দুই জন।
শান্তিল স্বভাব এবে কান্তিল ভুবন॥

ইতি শ্রীকংসবিনাশ কাব্যে যাদব জন্ম নাম
দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ।

তৃতীয় সর্গ।

গভীর যামিনী অর্দ্ধ, নিস্তব্ধ ধরণী।
ঝিকমিকে তারা বলী, নয়ন রঞ্জিনী॥
ভৈরবীর ভালে যথা ভাতে আধ শশী।
সুধাংশুর অংশ দিব্য, নভঃ শিরে বসি॥
থাকি থাকি হাঁকে পাখী মধুর নিস্বনে।
অচেতনে চরাচর রহে নিদ্রাসনে॥
স্বপন সোহাগে কেহ ভুঞ্জিছে স্বর্গ।
আহার অন্বেষি বনে বিচরে উরগ॥
শার্দ্দূল নয়ন দ্যোত করিয়া বিস্তার।
নির্ভয়ে ভ্রমিছে ভীম, কন্দর, কান্তার॥
কেহ কেহ রবে দূরে, হাঁকিছে ফেরবে।
বহিছে কালিন্দী বারি, কল কল রবে॥
সীমন্তিনী পদধ্বনি শুনিয়া স্বপনে।
চাহিয়া নাগর যথা উঠে হৃষ্টমনে॥
কাঁদিছে দেবকী কোলে নন্দেরি কুমারী।
নমার সে রবে কেলে চৌদিগে বিস্তারি॥
দ্বারবান গণ সব চমকি উঠিছে।
শশব্যস্তে কারা ভিতে অমনি ছুটিছে॥
সরোষে দেবকী পাশে আসিয়া সুধায়।
"কোথায় নৃপের অরি আনত ত্বরায়?॥
দেখিব কতেক বল ধরে পাপাচার।
অচিরে ভূপের করে হইবে সংহার॥
মরিবারে লয় জন্ম তোমার জঠরে।

হেরিবে শমনানন মুখেতে সত্বরে ॥
যথা কাল ফণী ত্যজি আবাস-কানন।
গৃহীর নিবাসে আসি নিরখে মরণ ॥ ,,
আতঙ্কে দেবকী সতী, কাঁপিয়া অন্তরে।
সুতারে স্থাপন করে দ্বারবান করে ॥
বাহিরিল দ্বারীব্যূহ কুমারীরে লয়ে।
দেবকীরে শূন্য ক্রোড়ে রাখি বন্দ্যালয়ে ॥
(কুরঙ্গী কিশোরে যথা করিয়া ধারণ।
কিরাত কানন ত্যজি করয়ে গমন) ॥
যদিও এ সুতা নহে আত্মজা আপন।
তথাপি ভাসিল বাষ্পে দেবকী বদন ॥
ভাবিয়া ভূপের ত্রাস গত দ্বারবান।
তখনি সে স্থান ত্যজি করিল পয়ান ॥
পার্থিবের অপেক্ষায় সভার দোয়ারে।
রহিল দ্বারিক ব্রজ কাতারে কাতারে ॥
অসিত সলিলে যথা শশীর কিরণ।
কিম্বা বৃক্ষ ক্রম অঙ্গে লতিকা যেমন ॥
শোভিছে কুমারী রম্য রাজদূত করে।
মুদিত নয়ন দুটী সুখিত অন্তরে ॥
অচিরে আসিবে নাথ জানি সরোজিনী।
হাসিল সরসী নীরে, ভানু প্রণয়িনী ॥
চাহিল কুসুম কুল মেলিয়া আনন।
হেলিয়া পড়িছে গায়ে শান্ত সমীরণ ॥
লাজেতে প্রসূন সব ফিরায় বদন।
তথাপি অনিল, বলে করিছে চুম্বন ॥
গুঞ্জরে মধুপ বৃন্দ পায়ে নব মধু।

সে রঙ্গ দেখিয়া অঙ্গে ঢলে কুলবধূ॥
কামিনী কুসুমে ত্যজি পুরুষ ভ্রমরে।
উঠিয়া চলিল এবে নিদয় অন্তরে॥
ফুটিল কাননে ফুল বিবিধ বরণ।
রমণী রাঙ্গণ শুষ্ক, এ হেরি কেমন॥
সর্ব্বরী হইল শেষ কহিছে কোকিল।
পূর্ব্বসার দ্বারে উষা আসি দেখা দিল॥
শিশির সুন্দর নীরে করি নিমজ্জন।
অবনী নবীনা, বেশ করিল ধারণ॥
মধুর নিক্কণে বাজে নৌবত সঘন।
প্রেমভরে উথলিছে যমুনা জীবন॥
কলরব কুঞ্জবনে ডাকে পাখী সব।
স্বভাব সুন্দরোদ্যানে হইছে উৎসব॥
সভায় আসিয়া বার দিল কংসরায়।
প্রত্যুষ সরসগীত বৈতালিক গায়॥
ভ্রমিছে সমীর ধীর সদন ভিতর।
আসিছে কাকলী, কুঞ্জ সম্ভব সুস্বর॥
দূষণে নাহিক ডর মূরতি ভীষণ।
যশোদা দুহিতা সহ আসে দূতগণ॥
আবদ্ধ সলিল যথা পাইয়া সুরঙ্গ।
এককালে বাহিরয়ে করি নানারঙ্গ॥
বহুক্ষণ সভাদ্বারে রহি দূত সবে।
পশিল তাহাতে দ্রুতে ঘোর কলরবে॥
আতঙ্কে অমাত্য যত শুনি সে নিস্বন।
দুরন্ত দ্বারিক ব্রজে কৈল নিবারণ॥
উঠিলেন নৃপমণি ত্যজিয়া আসন।

শশব্যস্তে সভাতলে করিল গমন॥
নিরখিয়া নন্দিনীরে বিস্ময় মানিল।
সভাজনে সম্বোধিয়া কহিতে লাগিল॥
"অলক্ষণ নিদর্শন দেখ সভাজন।
অসত্য হইল এবে গীর্ব্বাণ বচন॥
দেব মুখে শুনি বাণী দেবকীনন্দন।
জন্মি গভ গর্ব্বে মোরে করিবে নিধন॥
কোথা সে কুমার এবে আমার ঘাতক।
ত্রিদিব-নিবাসী ক্রমে হোলো প্রতারক॥
নরামরে ভেদাভেদ না রাখিব আর।
কাটিব ধর্ম্মের দাম, করি পাপাচার॥
দেবতা সহিত ভাঙ্গি দেবের মন্দির।
পুরাইব কালিন্দীর উদর গভীর॥
না করিব যোগ যাগ ব্রত অনুষ্ঠান।
প্রজাপুঞ্জে আচরিবে আমার সমান॥
এতেক কহিয়া কংস ঘুরায়ে নয়ন।
সাপটি সুতার পদ করিল ধারণ॥
যথা বায়ুপতি রুষি, বিটপীর শিরঃ।
হৈতে, কাড়ি লয় পত্র, হইয়া অধীর॥
চলিল সরোষে রায় সভার বাহির।
নাশিব বৈরীরে নিজ, করি হৃদে স্থির॥
রঙ্গীণ তরঙ্গগণে ধরিয়া যেমতি।
জাঙ্গাল কোলেতে কুপি, ফেলে যাদঃপতি॥
আছাড়িতে কুমারীরে পাষাণ উপর।
ওঠে অষ্টভুজা এক, উজ্জ্বলি অম্বর॥
যথা মহীরুহ মাথে পড়িয়া অশনি।

আলো করি, অন্তরীক্ষে উঠিয়ে তখনি ॥
ঊর্দ্ধশিরে কংসরাজ চাহিছে তরাসে।
হেরেন রমণী এক অম্বরে নিবাসে ॥
অষ্টভুজা ত্রিনয়না কাঞ্চন বরণ।
করী-অরি গেছে ছাড়ি পুস্কর আসন ॥
তুঙ্গগিরি শৃঙ্গ হেরি পথিক যেমন।
সবিস্ময়ে ধীর ভাবে করে নিরীক্ষণ ॥
নাহিক বদন বাণী নীরব নৃপতি।
কহিছেন শূন্যাসনা, সংশয়ান প্রতি ॥
" আমারে কে নষ্ট করে ওরে দুষ্টমতি ?
অচিরে ভুঞ্জিবি মূঢ়, দুষ্কর্ম্ম দুর্গতি ॥
আজি হৈতে জন্মিয়াছে অরাতি তোমার।
ইচ্ছা করি যার করে হইবি সংহার ॥
স্বদল সহিত তোমা দেখায়ে শমন।
পাতিবে মথুরাপুরে আসন আপন ॥ "
আবরে অবগুণ্ঠনে, অঙ্গনা যেমতি।
অমল আনন নিজ, হয়ে লজ্জাবতী ॥
এতেক কহিয়া ধনী, নীরব হইল।
টানি ঘন-বাস স্বীয় আস্যে চাপাইল ॥
ক্রমে ধূমযোনি মধ্যে হৈল অন্তর্দ্ধান।
নরেশ আকাশমার্গে আশ্চর্য্যেতে চান ॥
যথা যোগী ঊর্দ্ধ আস্যে করে নিরীক্ষণ।
কোথা বরদাত্রী দেবী করিল গমন ॥
মনোদুঃখে নরমণি, সভার ভিতর।
বসিল আসনে পুনঃ আসি নরেশ্বর ॥
বাক্যহীন মনে মন ভাবে কত মত।

উদয় হৃদয়াকাশে, চিন্তা শত শত ॥
সভয় অন্তর অতি শুনি দেবী বাণী।
শত্রুর শোণিত জন্যে শিহরিছে পাণি ॥
বন হৈতে আচম্বিতে আসি কাকোদর।
গোপনে প্রবেশে যদি সদন ভিতর ॥
পারে কি গৃহস্থ তাহে করিতে শয়ন।
না জানি নির্জনে কোন্ নিবাসে মরণ ॥
জন্মিয়াছে শত্রু এই মাত্র, জানে রায়।
নিবাসে আবাসে কোন সন্ধান না পায় ॥
দ্বিগুণ বিপদে বড় পড়িল নৃমণি।
দংশন আশয়ে তাহে ভ্রমিতেছে ফণী ॥
ক্ষণে ভাবে “ বসুদেব করিল ছলনা।
বধি মোরে পূরাইতে অমর বাসনা ॥
যা হোগ তদন্ত তার করি একবার।
পরেতে বিহিত পথ দেখিব ইহার ॥ ”
এই রূপে চিন্তি হৃদে, কংস নৃপমণি।
চিত্তে কুপি কারাগারে চলিল আপনি ॥
ছুটিল সঙ্গেতে উঠি ভৃত্য কত জন।
সাগর সহিত যথা চলে ঊর্ম্মিগণ ॥
আসি ভূপ উপস্থিত বসুদেব পাশে।
দেবকী রমণী হৃদে কাঁপিছে তরাসে ॥
শিহরে লতিকা যথা হেরি প্রভঞ্জনে।
কিম্বা বিহঙ্গিনী হেরি দূরে ব্যাধে বনে ॥
বসুদেবে ক্রোধে তবে সুধান ভূপতি।
“ কোথায় রাখিলি সুতে কহত দুর্ম্মতি ॥
দৈববাণী রক্ষিবারে করিছ যতন।

না জানি এ কর দণ্ডে, নিবাসে শমন ॥
নারী সহ, এই দণ্ডে, দণ্ডিব তোমারে।
নির্ভয় হইব তব সুতের সংহারে ॥
সামান্য শিশুর জন্য না ছাড় জীবন।
পাবে কত পুত স্বীয় হইলে রক্ষণ ॥
ছলনা করিলে তুণ্ড ছিণ্ডিব এক্ষণে।
কাটিব সমূলে তরু প্রসূন কারণে ॥
ঘোর মায়াবিনী কোথা পাইলি নন্দিনী।
ভাল লজ্জা দিয়ে মোরে পলাল ভাবিনী ॥
কুহকিনী বলি মানি তোর গৃহিণীরে।
ইন্দ্রজালে রাখে সুতে কুহক মন্দিরে ॥
আপন কল্যাণ যদি ইচ্ছ দুরাশয়।
বল কোথা রাখিয়াছ সে পাপ তনয় ॥
সত্বর আনিয়া সুতে দেহ মম করে।
নতুবা নিশ্চয় জান, যাবে যম ঘরে ॥ ”

ভয়ঙ্কর ধারাধর হেরিয়া যেমতি।
ধীর ভাবে অবস্থিতি করে বসুমতি ॥
নৃশংস কংসেরে দেখি দেবকীরমণ।
বিরত উত্তর দানে, রহিত স্পন্দন ॥
কি বলি বিষম দুষ্টে করিবে বিদায়।
তাই ভাবি বসুদেব ঠেকে ঘোর দায় ॥
স্বরূপ কহিলে কাল, ঘটিবে সত্বর।
বঞ্চনা করিলে বাস নরক ভিতর ॥
উভয় সঙ্কটে ঠেকি, শেষে মতিমান্।
ভূপেরে উত্তর ধীরে, করিছে প্রদান ॥

“ উথলে বাহিনী যবে ভীষণ শ্বসন।

ঘোর রোলে ডোবে শ্রোতঃ সুন্দর নিক্কণ ॥
সম্বরহ ক্রোধ নৃপ, শুন সুবচন।
নতুবা হইবে বৃথা অরণ্যে রোদন ॥
নরপতি হয়ে, হেন মতি, কি কারণ।
বিনা দোষে মাতি রোষে বল কুবচন ॥
শক্তিরূপা সীমন্তিনী, ভেবে দেখ রায়।
হরিতে পরাণ তার, কভু না যুয়ায় ॥
বিশেষতঃ তুমি, দেব, নরের রক্ষণ।
কোন মুখে বল, কায করিবে এমন ॥
তোমা সম জনে সব সুগুণ আশ্রয়।
করে জানি, ত্যজি দুঃখে, দুর্জ্জন হৃদয় ॥
তুমি যদি হেন কর্ম্ম করিবে রাজন।
হীন জনে কোন লাজে দিব না দূষণ ॥
পূর্ব্বে যে কহিনু এবে, করিনু পালন।
কোন অপরাধে তবে বধিবে জীবন ॥
অথবা শার্দ্দূল সুস্থ করি ক্ষুধাধার।
তথাপি ইচ্ছয়ে পশু মনুজ সংহার ॥ ”

রুষিল যে কংসরাজ এতেক বচনে।
রোষে যথা বীতিহোত্র আহুতি পতনে ॥
ক্রোধানলে জ্বল জ্বলে ভীম দু নয়ন।
আরক্তিমা বর্ণ ক্রমে ধরিল আনন ॥
কলেবর থর থর কাঁপিছে সঘনে।
অধরে আসিয়া ঘন ধরিছে দশনে ॥
বহিছে সবলে শ্বাস, নিশ্বাস পবন।
কোপরূপ পাবকের করিতে বর্দ্ধন ॥
না পায় নিকটে কিছু কোপেতে নৃপতি।

অসি আন বলি আজ্ঞা দেয় ভৃত্য প্রতি ॥
মুহুর্মুহুঃ বদ্ধপাণি করে রোষাবেশে।
দূরেতে দূতেরা রহে অবজ্ঞি আদেশে ॥
প্রাণ ভয়ে কাছে কেহ না করে গমন।
আতঙ্কিয়া ভূপতির ভৈরব দর্শন ॥
এই রূপ করে ভূপ বসুদেবে চাহে।
বিচল চিত্তেতে রহে বসুদেব তাহে ॥
দুর্জ্জয় হর্য্যক্ষ যথা পর্ব্বত কন্দরে।
হুঙ্কারি, কাঁপায় বন জীবন নিকরে ॥
বিশেষতঃ কুরঙ্গিনী আকুলা নিবাসে।
কুরঙ্গ সকাশে বসি কাঁপয়ে তরাসে ॥
হুঙ্কারে কেশরী কংস, কারার ভিতর।
দেবকী, পতির পাশে স্পন্দে থর থর ॥
এ হেন সময় দেখ সচিব প্রধান।
নৃপবরে অনুসরি, আসে সেই স্থান ॥
মত্তকরী-অরি সম, হেরি নৃপতিরে।
অগ্রসরি, করপুটে কহিছে সুধীরে ॥
“ ক্ষান্ত হও নরনাথ ক্ষম প্রভো দাসে।
কোন কাযে এলে আজ, এ হীন আবাসে ? ॥
সাগর হৃদয় ত্যজি, ভীষণ তরঙ্গ।
কূলের কর্দ্দমে কভু, দেখায় স্বরঙ্গ ? ॥
এ ছার আগার ছাড়ি, চলহ আস্থানে।
নির্ব্বাহিবে কর্ম্ম নিজে, রহি সেই স্থানে ॥
যথা যাদঃপতি প্রেরি ঊর্ম্মি সমাকুলে।
ভাঙ্গিয়া জাঙ্গাল ফেলে আপনার কূলে ॥
হে ঋষভ রোষাবেশ কর সম্বরণ।

তোমারে এ কর্ম্ম নাথ, না সাজে কখন॥
বেগবান বাণ, গুণ ত্যজিয়া যেমন।
শোণিত সংযোগে জব, করে সম্বরণ।
মন্ত্রিবাক্যে রোষাবেশ করিয়া দমন।
বসুদেবে নৃপমণি কহিছে তখন॥
" ভাগ্য ভাল আসি দেখাদিল পাত্রবর।
নহে দেখিতাম কিসে, রক্ষিত অমর॥
আশ্রিতা লতিকা সহ, ছেদি তরুবরে।
ডোবায়ে দিতাম আজি, কালিন্দী উদরে॥
কুম্ভীর গভীর নীর হইতে উঠিয়া।
পূরিত জঠর নিজ দশনে কাটিয়া॥
কোথা মম শত্রু, তব সুত দুরাচার।
রহে কোথা আসি মোরে করুগ সংহার॥
দেখায় শমন, কিম্বা দেখয়ে শমন।
গোপনে রহিয়া কেন রক্ষিছে জীবন?॥
অসত্য হইল দেখ গীর্ব্বাণ বচন।
নহিলে দেবকী গর্ব্বে জন্মিত নন্দন॥"
কহিয়া এতেক নৃপ নীরব হইল।
নরেশ বদন চাহি পাত্র আরম্ভিল॥
" যা কহিলে সত্য সব মানি হে রাজন্।
নরশ্রেষ্ঠ! লীলাস্থলী এ অধো ভুবন॥
প্রজা সহ দগ্ধ করি মথুরা নগর।
তুষিবারে পার, দেব, দেব বৈশ্বানর॥
পূরায়ে কালিন্দী হ্রদ কর্দ্দম পাথরে।
নাশিতে পারহ, রায়, জীবন নিকরে॥
হাসাতে কাঁদাতে সবে, পার সম ভাবে।

পৃথ্বীকে তপন যথা, আপন প্রভাবে॥
কিন্তু ভেবে দেখ, দেব, শরীর নশ্বর।
গ্রাসিবে শমন আজি, কিম্বা অতঃপর॥
রাখি এই রাজ্য, যাবে কোন রাজ্যে চলে।
শাসিবে তোমারে যার ভূপ স্বীয় বলে॥
তুমি প্রভু এই ভবে আছিলে যাহার।
হয়ত দাসত্ব তার, করিবে স্বীকার॥
হীন বলি যারে ঘৃণা করিছ নৃমণি।
ধরিবে সে, কালে সেই, শিরে শিরোমণি॥
অঙ্গ খণ্ড, করি প্রাণ দণ্ডিয়াছ যার।
দেখিবে সুখেতে বসি, নিগ্রহ তোমার॥
সুকৃতি সাধনে হেলা কোরোনা নৃপতি।
ক্ষমাকর, ক্ষেমঙ্কর, ছাড়হ দুর্ম্মতি॥
রক্তপাতে হবে রুদ্ধ, ধর্ম্মের দোয়ার।
মুক্তি দেবী নিতে তোমা না আসিবে আর॥
ত্রাণ আশে প্রাণ ভয়ে যখন ডাকিবে।
স্বর্গদূত দূতী তোমা কেহ না দেখিবে॥
যদিও তাঁদের হৃদ, স্নেহে আর্দ্র বটে।
রোহিতে দোষিত দেখি, না আসে নিকটে॥
সুরভি সমীর যথা, শ্মশান সকাশে।
দুরিত শবের গন্ধে, কভু নাহি আসে॥
বিশেষতঃ বালা হত্যা বিষম দুষ্কৃত।
হেন কাযে, নরনাথ, না হও উদ্যত॥
কি ফল লভিবে বল বধি অবলারে।
নিরীহ ললনা কুল, বিদিত সংসারে॥
স্বসত্য করিতে রক্ষা, দেবকীরমণ।

কুমারীরে তব করে করিল অর্পণ ॥
কারাগার বেড়ি ছিল দ্বারবান্ যত।
দেবকী, তোমারে তবে ছলিল কি মত ? ॥
তবে যে নন্দিনী হৈল না হয়ে নন্দন।
কামিনী দোষিণী কিসে, হবে সে কারণ ॥
ত্রিদিববাসীর লীলা বুঝিব কেমনে।
কীট কি চিনিতে পারে প্রবাল রতনে ? ॥
সভায় চলহ রায়, করি নিবেদন।
সুত জন্য প্রসূতিরে না কর নিধন ॥
শবর, শকুন্ত শিশু, না পায়ে পামর।
শাবক মাতারে বধে, কুলায় ভিতর ॥
হীন জন রীতি, নাথ, দেখাবে আপনি।
পরশ প্রস্তরে তবে কি ভেদ নৃমণি ? ॥
ছাড় হেন ঊন ইচ্ছা, বীর কেশরিন্।
দূষণে সদ্গুণ সব, না করহ লীন ॥
অধিকন্তু ভাব মনে, ওহে মতিমন্!
প্রসূন কারণ দ্রুম কে করে ছেদন ॥ ”
প্রলয় পবন যবে বেগ সম্বরণ।
করি, ধীর মূর্ত্তি ধরি, ছাড়য়ে ভুবন ॥
ছিন্ন তরু দল সব চলে, নানা রঙ্গে।
যে দিকে সমীর ধীর যায়, তার সঙ্গে ॥
সম্বরি আক্রোশ নৃপ, চলিল সভায়।
সেই রূপ ভৃত্য সব, ভূপ সঙ্গে ধায় ॥
আসিয়া বসিল রায় হৈম সিংহাসনে।
হর্য্যক্ষ রাগান্তে যথা গভীর কাননে ॥
সম্বরিল রোষ নৃপ অমাত্য বচনে।

কিন্তু অষ্টভুজা ভাষা জাগে এবে মনে ॥
সভাজনে সম্বোধিয়া কহিছে নৃমণি।
পাত্র মিত্র আদি আস্য তুলিছে অমনি ॥
যথা বারিবাহ ব্যোমে, করিলে নিস্বন।
তৃষিত চাতক মুখ করে উত্তোলন ॥
"শুনিনু দেবীর মুখে অরাতি আমার।
লইযাছে জন্ম মোরে করিতে সংহার ॥
কোন স্থানে রহে অহি না পাই সন্ধান।
দংশন ভয়েতে সদা সশঙ্কিত প্রাণ ॥
পশিল শার্দ্দূল বনে, জানিয়া কুরঙ্গে।
নিবাসে নিশ্চিন্ত রহে নিদ্রার উৎসঙ্গে" ॥
ভাবিয়ে উপায় নাহি পাই এ কেমন।
কোথা রহে অরি কারে, করিব নিধন ॥
শুনি নরেন্দ্রের বাণী, সচিব বিসর।
দেয় নানা যুক্তি, যারা মন্ত্রেতে প্রবর ॥
কেহ কয় দূত ব্রজে করহ প্রেরণ।
সন্ধানি ভুবন যারা করিবে ভ্রমণ ॥
যে খানে পাইবে দেখা অদ্ভুত সন্তান।
ধর্ম্ম অবহেলি, ছলে, লইবে পরাণ ॥
আর জন বলে হেন কর্ম্ম না যুয়ায়।
অধর্ম্ম হইবে বড় ইথে ওহে রায় ॥
সুবিজ্ঞ গণকগণে কর আহ্বান।
কোথা রহে রিপু তব হইবে সন্ধান ॥
হাসিয়া উঠিল শুনি, এতেক বচন।
ভূপতির প্রিয়পাত্র, পাত্র এক জন ॥
কহিল, কেমন কথা কহ মহাশয়।

তেমন দৈবজ্ঞ ভার মেলা এ সময়॥
দৈব জ্ঞানে অজ্ঞ যত, দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ।
গণনাতে হয় এবে ভ্রম অগণন॥
তাই বলি মম বাক্য ধরহ রাজন্।
অবশ্য হইবে তব অরির মরণ॥
কল্যাবধি আগু পিছে, গুণি দশ দিন।
(না কর বিচার, বলী, কিম্বা বলহীন)॥
মধ্যে যত সুত ভবে, হইল উদয়।
নাশিবে সকলে, দেব, হইয়া নিদয়॥
তা হোলে অরাতি তব, মরিবে নিশ্চয়।
মৎস্যকুল জালে নক্র যথা নষ্ট হয়॥
হাসিল পার্থিব শুনি এতেক বচন।
প্রশংসিল পাত্রে পায়ে, যুকতি এমন॥
এখনি প্রেরিব দূতে সাধিতে এ কায।
কহিল নৃপতি, ইথে না করিব ব্যাজ॥
• নৃমণি এতেক বাণী কহি নীরবিল।
করপুটে মহামাত্য উঠে আরম্ভিল॥
"যেই ধর্ম্ম জীয়ে তব লইয়া আশ্রয়।
তাঁহাকে বিনষ্ট করা উচিত না হয়॥
লতিকা আপন প্রাণ, করিতে রক্ষণ।
আদরে বিটপী বপু ধরয়ে যখন॥
তরুরাজ তার রসরঙ্গ অবহেলি।
দূরেতে ধনীরে ধরি, দেয় কভু ফেলি?॥
তুমি যদি হেন কর্ম্ম করিবে সুমতি।
কাঁদিবে বিজনে বসি, দুঃখে ধর্ম্ম সতী॥
কাঁদে যথা বিরহিণী রহি শূন্য ঘরে।

কান্ত বিনে কেবা তারে সম্ভাষণ করে ॥
অবলা অঙ্গনাগণ কি দোষ ও পায়ে।
করিল, ফেলিবে সবে, এ বিষম দায়ে ॥
কণ্টক আকীর্ণ বৃক্ষে, উদ্যান হইতে।
দূরিতে, কে নাশে তারে, সুলতা সহিতে ? ॥
স্বীয় অরি মারিবারে, হে মথুরানাথ।
যম করে, পরপুত্র, দিবে তার সাথ ? ॥
কি পাপে এ তাপ বজ্র করিবে প্রহার।
প্রসূতি সমূহে, সুতে করিয়া সংহার ॥
(না জানি কি ঘোর পাপে এ পাপ নগরে।
আসিয়া লইছে জন্ম, সন্তান নিকরে) ॥
যে কালে দূতেরা তব, বালক সকলে।
লবে মাতৃ কোল হৈতে আপনার বলে ॥
রক্ষ নরনাথ বলি কাঁদিবে রমণী।
কেমনে সদনে রবে শুনি সেই ধ্বনি ? ॥
আসিয়া কুরঙ্গ যবে আশ্রিতা লতারে।
বিটপীর অঙ্গ হৈতে রঙ্গে অপহারে ॥
তরুরাজ তার দুঃখে হইয়া কাতর।
শিহরে অন্তরে, দেখ স্পন্দে কলেবর ॥
আশ্রয় পাদপরূপ তুমি হে ভূপতি।
প্রজাপুঞ্জে ধরে তোমা, ব্রততী যেমতি ॥
ছিণ্ডিবে সে সবে যবে, তব চরণে।
অচল অচল সম, রহিবে কেমনে ? ॥
তাই বলি, মহাবল, ছাড় ছার মতি।
শিশু নাশি কেন স্বীয় করিবে দুর্গতি ? ॥
ধর্ম্মের নয়নে বারি ঝরয়ে যখন।

আস্য তুলি বিশ্বনাথ করেন দর্শন॥
ধর্ম্মরূপী শিশু কুলে, যে কালে নিধন।
করিবে, আজ্ঞায় তব, আজ্ঞাবাহগণ॥
নিরীহ নয়নে নীর, না পারি সহিতে।
স্পর্শিবে ঈশ্বর রিশ, আসিয়া মহীতে॥
দহিবে তোমারে সহ, মথুরা নগর।
(মরে প্রজাপুঞ্জ, পাপী হোলে নরেশ্বর)॥
যথা শুষ্ক দ্রুম শিরে লাগি দাবানল।
দহায় জীবন ব্যূহ, কানন সকল॥
বধি বসুদেব, দেব, সুত কত জন।
দূষিত করেছ, দেখ, ভুজ ঐ আপন॥
পুনরপি হেন কর্ম্ম না কর রাজন্।
বারম্বার পঙ্কে পদ, কোরোনা অর্পণ॥
এক নারী চক্ষে বারি দেখা নাহি যায়।
কাঁদিবে মথুরাপুরী, সবে প্রাণে, রায়?॥
আপনি অবনী দেবী, ভাসাবে বদন।
করিবে প্রসূরা যবে অশ্রু বিসর্জ্জন॥
ক্ষান্ত নাথ হেন কর্ম্ম না কর কখন।
সদুপায়ে শত্রু স্বীয় করহ নিধন॥"
ব্যালগ্রাহী মন্ত্রবল রহে যতক্ষণ।
মহোরগ মাথা নাহি করে উত্তোলন॥
কিন্তু মন্ত্রবল গতে তুলি স্বীয় শিরঃ।
পুনরপি জিহ্বা অহি করয়ে বাহির॥
যতক্ষণ পাত্রবর বলিল বচন।
হেঁট তুণ্ডে নরমণি করিল শ্রবণ॥
স্ববচন সাঙ্গ করি সচিব বসিল।

আস্য তুলি নরনাথ উত্তর দানিল॥
" করীরাজ অরি ভয়ে পলায় যখন।
আশু পিছে কভু পশু ফিরায় নয়ন ?॥
নলিনী সহিত কত তরু সুকুমার।
বিষম পদের ভরে হয় ত সংহার॥
আপন অরাতি হাতে পাইতে নিষ্কৃতি।
তেকারণ কর্ম্ম হেন, করিব সম্প্রতি॥
ইথে বাধা, বুধ, মোরে দিও না কখন।
বহ্নিতে পশুরে বধি, কল্যাণ কারণ॥
আপন মঙ্গল জন্য মারিব বৈরীরে।
বিপদ দ্বাপন তুষ্ট হবে সে রুধিরে॥
বিশেষতঃ রাজনীতি আছে চিরকাল।
পর প্রাণ নাশি, কাটি আপন জঞ্জাল॥
আসিয়া বিপক্ষ পক্ষ ঘেরিলে নগর।
রাজ্যের রক্ষণ হেতু, যোঝে যোদ্ধাবর॥
অরাতি আক্রোশে, অর্পি জীবন সেনার।
সুখে সদ্মে বসি, সাধি শিব আপনার॥
আর দেখ মিত্রবর করিয়া বিচার।
(স্বভাব কাণ্ডেতে ইহা হইছে প্রচার)॥
তটিনী তরঙ্গে যবে, ধরিয়া পবন।
চূর্ণিতে তাহারে, তীরে করয়ে ক্ষেপণ॥
শ্যামাঙ্গিনী লতা কত হারায় জীবন।
একেরে মারিতে আর হইছে নিধন॥
সেই হেতু শত্রু স্বীয়, করিতে সংহার।
নাশিব নির্দ্দোষী শিশু কুলে, সঙ্গে তার॥
একবার, মিত্র, তব রক্ষিণু বচন।

বধিতে বৈরীরে এবে না কর বারণ॥”
এতেক কহিয়া নৃপ নীরব হইল।
সভাতলে দুন্দুভির নির্ঘোষ ঘোষিল॥
শুনিয়া শ্বসন স্বন, ভীষণ তরঙ্গ।
ছোটে যথা দ্রুতবেগে, করি নানা রঙ্গ॥
ওঠে দৌবারিক বৃন্দ দুন্দুভি আরবে।
আসি ত্বরা নৃপ আগে নমিতেছে সবে॥
নিরখি নৃপতি সবে কহিছে তখন।
সাবধানে বলি সবে, করহ শ্রবণ॥
পূতনা দানবী পাশে যাহ একবার।
সত্বর ভেটিবে মোরে, সহিত তাহার॥
চলিল দ্বারিক ব্রজ, ভূপতি আজ্ঞায়।
সাধিতে প্রভুর কায, নগরেতে ধায়॥
পুতনা নিবাসে যায়ে, প্রবেশে সকলে।
নরেশ সন্দেশ শুনি, দানবীত চলে॥
আসি দেখাদিল ভীমা সভার ভিতর।
চমৎকার মানে মনে, সচিব নিকর॥
হরিত বরণী ধনী, ভীম কলেবর।
ঝোলে পীন স্তনদ্বয় হৃদয় উপর॥
নব রবিসম কিবা সাজে দুনয়ন।
প্রশস্ত ললাট ঠাট, বিকট বদন॥
মুক্তকেশী মুখে যথা রক্ত ভয়ঙ্কর।
গলিত শোণিত ধারে শোভিছে অধর॥
ঝরিয়া পড়িছে ক্রমে উরস উপর॥
জবা মালে সাজে যেন বপু ভয়ঙ্কর॥
অসি তাম্রে ঝোলে যথা জম্বর প্রদেশে।

আবরিছে পৃষ্ঠভাগ, মুক্ত শিরঃ কেশে ॥
নমিয়া নৃপতি পদে, ভৈরবী কহিছে।
প্রতিস্বন শৈল পাশে যেন হুঙ্কারিছে ॥
" কি কারণ হে রাজন্ ডাকিলে দাসীরে।
ফেলিব বদন হ্রদে, কার তুণ্ড ছিঁড়ে ॥
দশন আঘাতে প্রাণ দণ্ডিব কাহার।
কাঁদাব নগরী কোন্ করি ছার খার ॥
না পায় রুধির বহু দিন, এ জঠর।
জ্বলিছে ক্ষুধাগ্নি, যেন বাড়ব প্রখর ॥
না জানি কি ভাগ্যে, তব আজ্ঞাতে ফলিবে।
পার্থিবের হিতে দাসী সতত রহিবে ॥ "
উত্তরে মথুরানাথ এতেক বচনে।
শুনিয়া দানবী বাণী, হরষিত মনে ॥
" জন্মিয়াছে বৈরী মম শুন সমাচার।
না জানি নিবাসে কোথা, সেই দুরাচার ॥
নাশিতে তাহারে মোরে হইল উচিত।
দিয়াছে সচিব প্রিয় বিধান বিহিত ॥
কল্যাবধি আগু পিছে গুণি দশ দিন।
(না কর বিচার বলী, কিম্বা বলহীন) ॥
মধ্যে যত সুত ভবে হইল সম্ভব।
হইয়া নিদয় হৃদে, বিনাশহ সব ॥ "
এ হেন বচন যবে বলিল নৃমণি।
খন্তাসম দন্তে হাসে দানবী অমনি ॥
শ্মশান ভূমেতে যথা পিশাচী নিকর।
হিহি হিহি ঘোর রবে বিস্তারে অধর ॥
ছিটকিয়া পড়িল রক্ত ছিটা সভা ভূমে ॥

শাক্তের সদনে যথা নবমীর ধুমে ॥
নমিয়া নরেন্দ্রে পুনঃ লইল বিদায়।
কংসারি মারিতে ভীমা নগরেতে ধায় ॥
ব্যাধিনী বধিতে যথা শাবক কুরঙ্গ।
শশব্যস্তে ধায় বনে করি নানা রঙ্গ ॥
প্রচ্ছন্ন ভাবেতে ভীমা করিছে ভ্রমণ।
বাঘিণী ভীষণা যথা হরিণ কারণ ॥
নাশিছে কতেক শিশু কে করে গণন।
বিলাপে প্রসূতি, বাষ্প বিসর্জ্জে নয়ন ॥
যথা বনমাঝে লতা করয়ে রোদন।
অশ্রুরূপ, রসবিন্দু, করি বিসর্জ্জন ॥
যবে দুষ্ট আসি তার প্রসূন নূতন।
হরিয়া, ধনীরে, হৃদে, করয়ে দাহন ॥
কনক প্রদীপে যথা শিখা সুশোভন।
ভামিনী ভালেতে ভাতে, সিন্দূর চিক্কণ ॥
বিষাদে কঙ্কণ মাথে হানিতে রমণী।
মুচিয়া ফেলিছে দেখি সে চিহ্ন অমনি ॥
হায় রে সে দীপ, ধনী, সে শিখা বিহনে!।
নিবাইল এবে, শোক-প্রবল-পবনে ॥
কঠিন দ্রুমের অঙ্গে হানিয়া কুঠার।
কাঠরিয়া, ব্যথা বৃক্ষে, দেয় বারম্বার ॥
তেমতি যুবতী কত বক্ষের উপর।
হাহা করি পুনঃ পুনঃ আঘাতিছে কর ॥
বসুমতী মৃত্তী বক্ষে করিয়া শয়ন।
তাপে কেহ অঙ্গ তাঁর, তাপেতে আপন ॥
আলুথালু কেশ পাশ লোটায় ধরণী।

ফণিনী ব্যাকুলা যেন হারা হয়ে মণি ॥
নিশান্তে আকুল চিত্তে, কাঁদি কত ধনী।
কাঁদায় কানন দূর, শোনায়ে সে ধ্বনি ॥
সদন বাহিরে বসি কাঁদে কোন নারী।
বৃষ্টিধার সম চক্ষে ঝরে বাষ্প বারি ॥
ফিরাইলে অশ্রুপূর্ণ আঁখি কোন ভাগে।
বিস্তীর্ণ অরুণ অংশু আসি তায় লাগে ॥
তপন তাপিনী তাপে তাপিত হইয়া।
মুচাইতে বাষ্প, আসে কর বাড়াইয়া ॥
প্রদোষে প্রমদাকুল করে হাহাকার।
শুনিয়া রজনী ধনী বর্ষে নেত্রধার ॥
নিশীথ নারীর দুঃখে, হইয়া নীরব।
তাপিত অন্তরে ধীরে শোনে আর্ত্তরব ॥
কি দিন যামিনী, এই মতে যোষাগণ।
কাঁদিল, হইয়া হারা হৃদয় রতন ॥
নয়ন সলিল ভূমে হইছে পতিত।
কাঁদিছে অবনী দেবী, রমণী সহিত ॥

ডোবায়ে মথুরা পুরী, শোকের সাগরে।
গোকুলে দানবী দুষ্টা, চলে অতঃপরে ॥
যথা মৃগে মারি ব্যাঘ্রী, গহ্বর ভিতর।
আসে, নাহি জানি যথা রহে কাকোদর ॥

ঘোর মায়াবিনী ধনী জানে মায়া কত।
হইল মোহিনী, করি স্বীয় রূপান্তত ॥
ভাতি দশদিশ, কিবা রম্য ইরম্মদ।
বাহিরিল শূন্যে, ত্যজি অসিত জলদ ॥
ন্সানে মার্জ্জিত তনু অতি সুশোভন।

আস্য দেখি সৌদামিনী ছাড়িল গগণ ॥
বসিল আসন লয়ে আনন উপর।
হাসিলে পশিছে সদা, অধর ভিতর ॥
দুকূলে আবৃত দেহ আকুল সমীরে।
বালার্কের কর যথা নব তরু শিরে ॥
দুলিছে পৃষ্ঠেতে বেণী সুতৈলে বাসিত।
বৃহদ্দীপশিখামধ্যে, শলিতা অসিত ॥
হৃদয়ে করিতে বাস, ব্যস্ত সমীরণ।
সঘনে উড়ায় আসি, স্তন আবরণ ॥
নিতম্বের ভার, ভূমে টানে ভামিনীরে।
হেলিয়া দুলিয়া ধনী, চলিয়াছে ধীরে ॥
ভূষণ শিঞ্জিতে, মরি হইয়া মোহিত।
ধীরে পদধ্বনি চলে রমণী সহিত ॥
দহিছে সে রুচ্য বপু দুরন্ত দ্যুমণি।
দেখিয়া কামিনী সঙ্গ নিল ছায়া ধনী ॥
ধরেছে করেতে এক কনক কমল।
রবিরে দেখাতে বিভা করে ঝলমল ॥

কেমন সাজিল অঙ্গ করিতে দর্শন।
সরসীতে মনোরমা করিল গমন ॥
তীরেতে যাইয়ে ত্বরা দাঁড়াল রমণী।
স্বচ্ছ জলে অবয়ব পড়িল অমনি ॥
তটে পায়ে জল দেবী ত্যজি নিজ স্থান।
হেরিতে সে রূপ যেন করেন উত্থান ॥
অন্তরে ভাবিয়া লাজ মরাল সঙ্কুল।
ত্বরা সরসীর হৃদে যায়, ত্যজি কূল ॥
ত্যজিয়া কমল দল, মধুপ নিকর।

গুঞ্জরে অধরে আসি, বসিল সত্বর॥
ভুজনাল সঞ্চালন করিছে ভামিনী।
তবুত তাহারে, দুষ্ট করে পাগলিনী॥
কুঞ্জরগামিনী ধনী পশি কুঞ্জবনে।
আঁচল পূরিয়া ফুল, তুলিল যতনে॥
গাঁথিয়া কুসুম হার হৃদয়ে ধরিল।
ফুলবাণ ফুল মাঝে গোপনে রহিল॥
মোহিত হইয়া কত মহীরুহ গণ।
বাহু নাড়ি ছায়া তলে ডাকিল সঘন॥
ভাবি কোন দেবী বুঝি বনেতে পশিল।
মঙ্গল সূচক ধ্বনি করিল কোকিল॥
বারণে চলন শিক্ষা প্রদানি কামিনী।
চলিল সুধীরে ফিরে মন্থর গামিনী॥
সম্মুখে ধনীরে হেরি, হৈমলতা কত।
ফুল ফেলি পূজা ছলে, হইল প্রণত॥
বোধ হয় যথা ধনী অর্পিছে চরণ।
আচম্বিতে ফোটে তথা প্রসূন শোভন॥
মলিন তারকাগণ, গগণে যেমতি।
আসি যবে বসে তাহে পূর্ণ নিশাপতি॥
কাননে কুসুম কুল, কামিনীরে হেরি।
বিরস আমোদে মরি, দাঁড়াইল ঘেরি॥
সুদূরে ঝরিছে ঝর্ণা ঝর ঝর স্বরে।
ধনীরে সকাশে যেতে আহ্বান করে॥
কপোত, কপোতি সঙ্গ লইয়া কুলায়।
(ভাবি হৃদে বুঝি [illegible] [illegible] যায়)॥
প্রণয়িনী মুখে মুখ করিয়া অর্পণ।

শ্রবণে প্রেমের কথা, করায় শ্রবণ ॥
উল্লাসে বিহগ কত আকাশে উড়িল।
অধর মধুর স্বর অমনি বর্ষিল ॥
রঙ্গ করি কুরঙ্গিণী রঙ্গেতে ছুটিল।
কহিতে কাননে, কোন্ দেবী আবির্ভিল ॥
খঞ্জন গঞ্জন ভয়ে, আবাস ত্যজিল।
যে কালে কামিনী বৃক্ষ তলে ঘুমাইল ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে দূতী চলিল সত্বর।
ক্রমে যায়ে পশে সুখ গোকুল ভিতর ॥
ফণিনী মণির শোভা দেখায়ে যেমন।
ভোলায় গৃহীরে, নিজে করিতে যতন ॥
কপট বেশিনী, সবে ভুলায়ে স্বরূপে।
গৃহে পশি, শিশু কুলে, বিনাশিছে চুপে ॥
কাকোলাক্ত কুচ মুখে করিয়া অর্পণ।
মাতা কোলে রাখি সুতে করিছে গমন ॥
যথা যবে জলনিধি হইলে মন্থন।
দ্বন্দ্বিল অসুরামর অমৃতের কারণ ॥
হৃষীকেশ রূপবেশে মোহিয়া সবারে।
আপনি লইল কাকে সুধার আধারে ॥
মোহিয়া প্রসূতি সবে সৌন্দর্য্য আপন।
করিছে দানবী স্বীয় কার্য্য সমাপন ॥
অকূলে গোকুল পড়ি কাঁদে নিরন্তর।
কাঁদিল হায়রে, যথা, মথুরা নগর ॥

ইতি শ্রীকংসবিনাশকাব্যে পূতনায়া মোহিনী-
বেশধারণো নাম তৃতীয়ঃ সর্গঃ।

চতুর্থ সর্গ।

জয় দেব পদ্মযোনি, কবিতা আকর।
বেদগীত যারি চারি মুখে নিরন্তর ॥
জয় বাল্মীকি, যিনি কবির প্রধান।
বাণী বরপুত্র, বাণী, অমায়া সমান ॥
জয় দ্বিজ দ্বৈপায়ন, সত্যবতী সুত।
জয়, জয়দেব তব বন্দি পদ পুত ॥
ভর্তৃহরি ভবভূতি ভারতালঙ্কার।
শ্রীহর্ষ শ্রীকণ্ঠকবি, কি কহিব আর ॥
যে পথ উজ্জ্বলি সবে, করি বিচরণ।
কাব্যের মহত্ত্ব ভবে, করিলে স্থাপন ॥
সে পথে পশিতে পুনঃ করিনু সাহস।
কিসে সফলিবে আশ, ভাবিছে মানস ॥
তুলিয়া নূতন ফুল কাব্য উপবনে।
অঞ্জলি অর্পিতে চাহি ভারতী চরণে ॥
কিন্তু কোথা পাব ফুল তোমরা না দিলে।
গাথিব কেমনে হার আগে না শিখিলে ॥
কৃপা করি দেহ দাসে কুসুম, সকলে।
নারি তুলিবারে ফুল আপনার বলে ॥
শিখাও গাথিতে মালা, বাক্য পুষ্প লয়ে।
সাজাইতে ভাষা অঙ্গ সেই দামচয়ে ॥
যে দিকে বাহিনী চলে সে দিকে কখন।
পথিক নাহিত ভাবে, অভাব জীবন ॥
যে মার্গে তোমরা সুধা করিলে বর্ষণ।

অবশ্য করিব তথা, পীযূষ প্রাশন॥
কিন্তু ভাগ্য দোষে তাহা নাহি যদি মিলে।
ভোগ্য ফল রহে ডুবি ভবিষ্য সলিলে॥
লভিব অন্যান্য রস, ইথে নাহি আন।
পীযূষ না পেয়ে, হবে নীরে মুস্থ প্রাণ॥
যথা মুক্তা আশে করি, শুক্তির সন্ধান।
মীন লয়ে জালজীবী, করয়ে প্রস্থান॥
দেখিয়া রক্তিমা মূর্ত্তি পূর্ব্বাশার দ্বার।
অন্তর্হিত হৈলে ভয়ে, ধূসর আঁধার॥
নাগর চলিল দেখি বদন তিতিয়া।
কুমুদিনী ধনী, নীরে ব্যাকুলা কাঁদিয়া॥
নারীর আননে বারি, হেরি অলক্ষণ।
মুচাইয়ে দেন ধীরে, ধীর সমীরণ॥
নলিনী নবীন বেশে, নায়কেরি আশে।
সরসে সরসে ভাসে, হাসিয়া উল্লাসে॥
কুহু কুহু রবে পিক পিকী ঝঙ্কারিছে।
কামিনী কুমুদ সখা, বিষণ্ণা হইছে॥
আকুল কুন্তল বিনে কবরী বন্ধন।
কুচযুগ দূরে টানি, ফেলেছে বসন॥
রঙ্গণ কলিকা সম, শিরে রম্য রেখা।
আছিল, সিন্দূর বিন্দু, বিনোদিয়া লেখা॥
এবে যেন ভাতি দল বিকচ হইল।
তেমতি সীমন্ত শেষে, সিন্দূর শোভিল॥
সলিলে পড়িলে পুষ্প বিবর্ণ অমনি।
রুচির কপোল কান্তি, হয়েছে তেমনি॥
শয্যা ত্যজি শিশুকুল আকুল ক্ষুধায়।

করে চোক মুচি, কাঁদি প্রসূপাশে ধায়॥
সুস্বনে বিহঙ্গগণে, করি কুঠী গান।
উঠি, ক্ষুধা দূরিবারে, করিছে প্রস্থান॥
সুপ্তভাবে ছিল সব তরুলতাগণ।
জাগায় ধরিয়া অঙ্গ সুধীরে, পবন॥
হৈম সিংহাসনে বৈসে কংসনৃপমণি।
হাটক মুকুট মাথে, ফণীশিরে মণি॥
রতনে মণ্ডিত তনু, করে ঝলমল।
রবি কর জ্বালে যথা সরসী বিমল॥
সুস্বনে বহিছে বায়ু, সুরভি সহিত।
কাকলী লহরী আসি, পশে সভা ভিত॥
বিমোহিয়া হিয়া, কিবা বাজিছে নৌবত।
প্রত্যুষ সরস গীতে, বৈতালিক রত॥
সুধীরে সুবর্ণ পাখা, নাড়িছে কিঙ্কর।
উড়ায় হৈমন পক্ষ, হৈম পক্ষীবর॥
ধরিয়া যতনে কেহ, চামর শোভন।
বায়ু অঙ্গে স্নিগ্ধ বায়ু, করিছে সেবন॥
বিস্তৃত বিটপী তলে মৃগেন্দ্র যেমতি।
স্বর্ণছত্র নিম্নে বসি রহে নরপতি॥
সাগর সলিলে যথা, রঙ্গিণ তরঙ্গে।
অহর্নিশি যাতায়াত করে নানা রঙ্গে॥
আসে যায় লোক বূহ, সভার ভিতর।
স্বনিতেছে মধুচক্রে সরঘা নিকর॥
এ হেন সময় আসি দূত একজন।
নমিয়া নরেন্দ্র পদে করে নিবেদন॥
" অতীব আশ্চর্য্য চিতে মানিবে রাজন্।

পদে লতা লাগি, নগ ছাড়িল জীবন॥
পোড়েছে পূতনা ভীমা বৃন্দাবন মাঝ।
নগরে আসিয়া চর, দিল বার্ত্তা আজ॥
কে তারে নিধন কৈল নিশ্চয় না হয়।
স্বীয় মনোমত বাক যত লোক কয়॥
যথা দাসী নিশিগতে, প্রভুর সদনে।
আসিয়া, দেখিলে তারে, মৃত নিদ্রাসনে॥
নানা মত নানা কথা কহে পুরজনে।
সকলেতে ব্যগ্রচিতে, সত্য অন্বেষণে॥
অধিকন্তু ভৃত্যে যদি না কর প্রত্যয়।
বাহিরিয়া একবার দেখ মহাশয়॥
গৃধিনী শকুনী কত, কালিন্দী ওপারে।
উল্লাসে উড়িছে শূন্যে কাতারে কাতারে॥"
আচম্বিতে আঁধারিয়া উজ্জ্বল অম্বর।
উঠিলে ভৈরবাকৃতি ভীম বারিধর॥
ক্ষেত্র মাঝে কৃষিদল, তুলিয়া বদন।
আশ্চর্য্যে ঊর্দ্ধেতে যথা করে নিরীক্ষণ॥
দূতের মুখেতে শুনি এতেক বচন।
তার মুখে চাহে নৃপ, ফিরায়ে আনন॥
কতক্ষণে সবিস্ময়ে কহেন ভূপতি।
"কোথায় পাইলি হেন অদ্ভুত ভারতী॥
কে নাশিল পূতনারে দৃপ্ত বিনাশিনী।
ভূণ শিরোমণীরে লাগি নিমিল হ্লাদিনী?॥
কে হেন আছয়ে বীর গোকুল নগরে।
আমি নাহি জানি, নষ্ট দানবীরে করে॥
নিরীহ নিবহ গোপ লয়ে নন্দরাজ।

বিনা দ্বন্দ্বে জানি বাস করে ব্রজ মাজ॥
মন্থন লগুড় বিনে, নাহি শস্ত্র ঘরে।
(কমল আঘাতে কোথা, করী প্রাণে মরে)॥
এ হেন গভীর মায়া না পারি বুঝিতে।
উচিত হইছে এর তদন্ত জানিতে॥”
এতেক কহিয়া ভূপ ত্যজিয়া আসন।
সভার বাহিরে আসে, সঙ্গে সভ্যগণ॥
দেখিল সুদূরে শূন্যে যমুনা ও পারে।
গৃধিনী শকুনা কত উড়িছে কাতারে॥
কেহ নামে কেহ ঊর্দ্ধে করে বিচরণ।
অম্বরে উড়য়ে কেহ করি আস্ফালন॥
রহি জন সমাকীর্ণ নগর বাহির।
শুনি যথা স্বন এক অতি সুগভীর॥
শ্বসন সহিত কিবা সে রূপ নিস্বন।
পশিল আসিয়া চুপে পার্থিব শ্রবণ॥
ক্ষণে ক্ষণে বোধ হৈছে হাঁকে শিবাকুল।
(শ্মশান ভূমেতে যথা) ক্ষুধায় আকুল॥
হ'বছে সে রব সহ শ্বানর আরব।
শব পায়ে সবে যেন করিছে উৎসব॥
সবিস্ময়ে আসি পুনঃ বসিয়া সভায়।
সম্ভাসিয়া পাত্র মিত্রে কহিছেন রায়॥
“ শৈল শৃঙ্গ হৈল চূর্ণ ঘোর সমীরণে।
সত্য করি মানি আঁখি প্রমাণ বিহনে॥
নলিনী নালেতে বদ্ধ হইয়া বারণ।
ত্যজিল জীবন, কথা না মানি কখন॥
গোকুলে দানবী ভীমা হেরিল মরণ।

বিস্ময় উদয় চিত্তে, করিয়া শ্রবণ ॥
অথবা বিধির লীলা বোধাগম্য নরে।
হর্য্যক্ষ হইছে হত, ক্ষুদ্র জীবকরে ॥
নরামর ত্রাস রাজা লঙ্কার ঈশ্বর।
সমূলে মারিল খায়ে ক্ষুদ্র নর শবঃ ॥
ভীষণ বিটপী বক্ষঃ, কীট বিদারণ।
কাটিয়া করিছে দেখ, অদ্ভুত দর্শন ॥
এই রূপ কহি ভূপ নীরব হইল।
মন্ত্রী এক নৃপ মুখ চাহি আরম্ভিল ॥
" বন মাঝে বিহারিতে গমন করিয়া।
দেখিলে বিশাল শালে, ভূতলে পড়িয়া ॥
অবশ্য হইবে জ্ঞান পবন আপনি।
উপাড়ি আগমে, ভীম বিদারে ধরণী ॥
যে কালে গোকুলে, ভীমা হইল নিধন।
আছে তথা ভীম কোন, হেন লয় মনঃ ॥
সংগোপনে শত্রু তব করিছে নিবাস।
হেন দুর্জ্জয়ারে যেই করিল বিনাশ ॥
তোমার অনিষ্ট দুষ্ট করিছে মনন।
ভুজগ বিবর মধ্যে রহিয়া যেমন ॥
না হবে সামান্য সেই অরাতি দুর্জ্জয়।
দেখ পথ যাহে পাপী ত্বরা নষ্ট হয় ॥ "
শুনি সচিবের বাণী উত্তরে ভূপতি।
ভাবিয়া বিষয় ভাবী ভাবাম্বিত অতি ॥
" কে হেন ভীষণ আছে বৃন্দাবন মাঝ।
গোপনে করিল হায়, অদ্ভুত এ কায ॥
কোথা পাব দেখা তার করি কি উপায়।

সন্ধানিতে সিংহে বনে পাঠাইব কায় ॥
হেন দানবীরে, দুষ্ট বধিল সে কালে।
প্রেরিব কাহারে আর নিমন্ত্রিতে কালে ॥
বিশেষতঃ বিবরে থাকিলে বিষধর।
তাহারে বিনাশ করা অতীব দুষ্কর ॥
কেমন এমন অরি বুঝিতে না পারি।
সম্মুখে পাইলে দেখা মরি কিম্বা মারি ॥
শূন্যেতে রহিয়ে কন্যা কহিল যে বাণী।
বুঝিবা হইবে সত্য ইথে অনুমানি ॥
নতুবা আমায় দুতী দানবী ভীমাবে।
অকারণে কেন সেবা গোপনে সংহারে ॥
অলক্ষিতে কীট যথা প্রবেশি উদরে।
শাখা সব নাশি ক্রমে নাশে তরুবরে ॥
তেমতি আমারে রিপু করিয়া দুর্ব্বল।
বুঝি বা নাশিবে শেষে, সহিত স্বদল ॥
অমল কমল সম, শিশু অগণন।
প্রসূব হৃদয় হৈতে করিয়া হরণ ॥
বিনা দোষে কাল গ্রাসে করিনু ক্ষেপণ ॥
অবলা মহিলা বক্ষঃ করি বিদারণ ॥
অবীরা মথুরাপুরে করিয়া, এখন।
নয়ন সলিল তারা করে বিসর্জ্জন ॥
অকারণে অন্ধকারে করিনু বন্ধন।
দেবকী দুঃখিনী সহ দেবকীরমণ ॥
এই রূপে মনোদুঃখে ভূপাল কহিল।
অমাত্য তাহার আজ্ঞা চাহি আরম্ভিল ॥
"এ বিষাদ তোমারে না সাজে নরমণি ॥

ভূকম্পনে নাড়ে শিরঃ দেখ, শেষ ফণী ॥
চাঁদেরে আসিয়া রাহু গ্রাস যদি করে।
বিষণ্ণা বসুধা মাতা ম্লান বেশ ধরে ॥
হারায়ে একটী মাত্র সরজ শোভন।
সরসী, মলিনা কিন্তু, হয় কি কখন ? ॥
ভুবন বিখ্যাত খ্যাতি তব হে রাজন্।
হারায়ে সুতন এক, হইবে এমন ? ॥
বিশেষতঃ, হেরে যোদ্ধা হত এক বাণ।
পুনঃ কি তূণীরে কভু, না করে প্রদান ॥
তৃণাবর্ত্ত বৎস বক আদি, সুর যত।
অনিবার্য্য অস্ত্র তব ধ্বংসে অবিরত ॥
কর নিজ কার্য্যে রত অসুর নিকরে।
পার্থিব প্রসাদ যার। তুচ্ছ বলি ধরে ॥"
বোঝায়ে পার্থিবে এই রূপে পাত্রবর
নরেশ্বর আস্য চাহে, রহে তৎপর ॥
এ হেন সময় শুনি ওঠে আচম্বিতে।
গভীর রোদন নাদ সভার চৌভিতে ॥
পরন্তপা নাম তার পুতনা জননী।
সেস্বন সহিত ধনী আইল তখনি ॥
সনাবতী আদ্যাশক্তি যথা ভয়ঙ্করী।
তেমতি দানবী বৃদ্ধা, হেন জ্ঞান করি ॥
শিশিরে আবৃত ভীম দারু হিমাম্বরে।
শুভ্রবর্ণ বাস এক শোভে কলেবরে ॥
তরুর কোটরে রাখি শাবক আপন।
আহারার্থে করি অন্য অরণ্যে গমন ॥
নিবাসে আসিয়া, পুনঃ হেরি শূন্য নীড়।

বিলাপে বিহঙ্গী, বনে করিয়া অধীর ॥
কাতরা দনুজ জায়া কুমারীর শোকে।
হাহাকারে সভা পোরে, হানে কর বুকে ॥
শ্রাবণে সলিল ধারা কাল জলধরে।
ভীষণ নয়নে ঘন বাষ্পাসার ঝরে ॥
শোক ঝড়ে আলু থালু, কেশপাশ শিরে।
ছিন্ন ভিন্ন দ্রুম অঙ্গ যেমতি সমীরে ॥
বেগবতী স্রোতস্বতী বাড়ায় শরীর।
নিরখি সকাশে সিন্ধু নীর সুগভীর ॥
নরেন্দ্র নিকট আসি দানব রমণী।
এককালে শোক জল উথলে অমনি ॥
কত ক্ষণে দৈত্যমাতা কহিতে লাগিল।
সভাসদ সভামাঝে হৃদে চমকিল ॥
"যতনে যেমতি শিরোমণি সুশোভিনী।
বিবরে রাখিয়া বনে বিচরে ফণিনী ॥
স্বমণি, দুঃখিনী আমি, রাখি তব ঠাঁই।
স্বচ্ছন্দে আপন সদ্মে থাকি হে গোসাই ॥
কোথায় সে ধন মম দেহ হে রাজন্।
মণি বিনে ফণী প্রাণে না বাঁচে কখন ॥"
নীরবে রহিয়া কতক্ষণ নরপতি।
শোকে অধোমুখে কহে, দানবীর প্রতি ॥
"বিদরে হৃদয় দুঃখে, শুনি শোক ধ্বনি।
ক্ষান্ত হও মোচ অশ্রু, অসুর রমণি ॥
বিধির বিপাকে দেখ, সহি এ যাতনা।
মন্ত্রবলে কালব্যাল নাহি তোলে ফণা ॥
নহিলে মরিত কভু কুমারী তোমার ॥

খণ্ডাধরা উগ্রচণ্ডা, আকার যাহার ॥
বিচরে বাঘিনী যবে গভীর কাননে।
দংশে যদি অহি তারে, রহিয়া গোপনে ॥
পারে কি শার্দ্দূল প্রিয়া মারিতে তাহারে ?।
আঁধারে মারিলে অস্ত্র জানিতে কে পারে ॥
গোকুল মাঝেতে চুপে রহি অরি মম।
পাকে ফেলি পূতনারে, বধিল অধম ॥
জেনেছি নিশ্চয় দুষ্ট যেখানে নিবাসে।
সচেষ্ট হইব এবে, তাহার বিনাশে ॥
ভিষক, রোগের করি স্থির নিরূপণ।
পারে করিবারে পরে ভেষজ অর্পণ ॥
পরিহর গত তাপ হত পুত্রী তরে।
চির দিন অবনীতে রহে কোন নরে ? ॥
ছায়া যথা পাছে পাছে করয়ে ভ্রমণ।
প্রাণীর পশ্চাতে সদা ফিরিছে শমন ॥
সবারি সকাশে ক্রমে ঘুনায়ে আসিছে।
রোগাদি সাহায্যে কারে অগ্রে বিনাশিছে ॥
(আশঙ্কা করিলে কালে, ত্বরিত মরণ।
ভীরু জনে ব্যাঘ্র শীঘ্র করয়ে ধারণ) ॥
কন্যা জন্য আজি তুমি করিছ রোদন।
তব মরণান্তে তব, কাঁদিবে স্বজন ॥ ”
উত্তর করিল তবে দানবকামিনী।
পরন্তপা, স্মরি কোথা, প্রাণের নন্দিনী ॥
“ জন্মিলে মরণ, এত বিধির বিধান।
পতন হইবে কালে, করিলে নির্ম্মাণ ॥
উদ্যানে অগম বৃক্ষ ভাঙ্গিলে পবনে।

নিরখি জনমে বল দুঃখ কার মনে ? ॥
কিন্তু কেহ কাটি যদি নব তরুবরে।
লোটাইয়ে দেয় তারে, ধরণী উপরে ॥
কার না জনমে ক্ষোভ, করি দরশন ? ।
তেমতি জানিবে হৈলে অকাল মরণ ॥
মানব পাদপে ফলে, ফল যে সকল।
অকালে ছিঁড়িলে কালে, পড়ে বাষ্প জল ॥
যথা বন মাঝে তরু করয়ে রোদন।
অসময়ে ফল তার করিলে হরণ ॥
অকালে কন্যারে কালে করিল গ্রহণ।
তাইসে করিছে চক্ষুঃ অশ্রু বিসর্জ্জন ॥
সম্বরি সে বেগ কিসে, বলহ রাজন্।
এব্যথার বিধি, বিধি না কৈল সৃজন! ॥
বিশল্য হইছে শেল, মহাশক্তিধর।
ঘুচিছে সুতীক্ষ্ণ বাণ যাতনা দুষ্কর ॥
কিন্তু কাল, বক্ষে যেই হানে প্রহরণ।
হৃদক্ষেত্রে রহি বিন্ধি যাবজ্জীবন ॥”

এতেক বিলাপি, দুঃখে পূতনা জননী।
বাহিরিল সভা হৈতে, কাঁদিয়া রমণী ॥

রুষিল মথুরাপতি পরন্তপা বাকে।
আনিতে অসুর সবে দূতগণে ডাকে ॥
“বিকট শকট কেশী কেশী নরাসুরে।
অঘা বকা বৎসাসুর আসুক সত্বরে ॥”

এই রূপ কহি কংসনৃপ নীরবিল।
আনিতে অসুর সবে, দূতেরা ছুটিল ॥

সুখে শুক্রশিষ্য সব নিবাসে যেখানে।

সত্বর কিঙ্করগণ, চলে সেই খানে ॥
দেখিছে বিকৃত কাণ্ড, সদন ভিতর।
শিহরে শোণিত যাহে, কম্পে কলেবর ॥
ছিন্ন নর কর কার শোভিতেছে করে।
গলিত রুধির ধার, ধরাতলে ঝরে ॥
সদ্যঃসূত সুতে কেহ করিয়া ধারণ।
দশন মেলিয়া মুখে করিছে চর্ব্বণ ॥
মুমূর্ষু নিনাদ সহ, পড়িছে শোণিত।
দুষ্টদের হয় যাহে, শরীর চর্চ্চিত ॥
ছাগ মেষ ছেঁড়ে, কেহ ভীষণ মহিষে।
রক্তস্রোতঃ শোষে কেহ চুম্বকে হরিষে ॥
সুগভীর আর্ত্তস্বরে, পূরিতেছে পুর।
হাসিছে অসুর, সুরা পানেতে বিধুর ॥
তা ধিয়া তা ধিয়া নাদে, স্পন্দে হিয়া কেহ।
দম্ভে ঝম্পে কাঁপাইয়া অবনীর দেহ ॥
জানাইল দূত চয়, ভূপ আজ্ঞা সবে।
শুনিয়া দানববৃন্দ, মাতিল উৎসবে ॥
চলিল শকটাসুর, চড়িয়া শকটে।
পাইলে নিকটে চক্র-নেমিতে চাপটে ॥
বায়ুরূপি তৃণাবর্ত্ত, বায়ুবেগে ধায়।
সম্মুখ বর্ত্মেতে যাহ পাইছে, উড়ায় ॥
আস্ফালিয়ণ পক্ষদ্বয়, আকার ভীষণ।
বকাকার বকাসুর, করিছে গমন ॥
তুলি ফণা ভয়ঙ্কর, গরজি সঘনে।
যাইতেছে অঘাসুর, কেশী অশ্ব সনে ॥
আর আর দৈত্য কত, ছুটিল সকলে।

উচ্চ ঊর্ম্মি সহ যথা ক্ষুদ্র বীচী চলে ॥
এই রূপে ঘোর রবে, অসুর নিকর।
এক কালে পশে কংস-সভার ভিতর ॥
চমকিল চিত্তে যত ছিল সভাজন।
দেখি আচম্বিতে মেঘ, আবরে গগণ ॥
তৃণাবর্ত্ত ঝকাবেগে পশিল যখন।
অমনি সভায় ঘোর বহিল পবন ॥
কিঙ্কর চামর হাতে হৃদে শিহরিল।
ঊর্দ্ধেতে বিতান রম্য, উড়িতে লাগিল ॥
দুলিল লম্বন বিন্দু সহিত ঝালর।
বিটপী শিরে যেন যথা কম্পে বিধুকর ॥
রক্ষিতে না পারে করে, ছত্র, ছত্রধর।
পাখা হস্তে পাখাধর, কাঁপে থর থর ॥
উড়িল উষ্ণিক কার, হাসে সভাগণ।
ক্রুসি অসি নিষ্কোষিল, দ্বারিক ভীষণ ॥
শম্বরিতে বেগ সবে কহি সরবর।
নির্ভয়ে তাকি সবে কহিল সত্বর ॥
" জন্মেছে অরাতি মম বৃন্দারণ্য মাঝ।
সংহারি তাহারে শীঘ্র, সাধ মম কায ॥
শিহরে অন্তরে হিয়ে, স্মরি পূর্ব্বকথা।
পূতনারে নাশি পাপী, দিল প্রাণে ব্যথা ॥
অল্প দিন হৈল ভবে জন্মে দুরাচার।
এই বেলা মরে কিসে দেখ পথ তার ॥
তরুণ তরুরে নষ্ট অনায়াসে করি।
বিকট বিটপী তাহা হৈলে, অসি ধরি ॥
অধীর পরাণ, তায় রুধির আনিয়া।

সুস্থ কর, এই চাহি, গোকুলে যাইয়া॥
নৃপের মুখেতে শুনি বচন এতেক।
ঘোর রিশে রুষি বলে দানব যতেক॥
"কে নাশিল দানবীরে কহ হে রাজন্।
এখনি যাইয়ে তারে দেখাই শমন॥
পূতনারে মারি বুঝি ভ্রমিছে উল্লাসে।
না জানি, এ পুরে কাল রহে গ্রাস আশে॥
কেমন সে শক্র তব, দেখিব যাইয়া।
পুনঃ না ফিরিব তার মস্তক লইয়া॥
কত বল ধরে দুষ্ট, দেখিব নয়নে।
আনিব মস্তক তার কাটিয়া দশনে॥
দূরিব তোমার তাপ, মারি সেই পাপে।
না ডরি কাহারে মোরে তোমার প্রতাপে।"
এই মত দৈত্য যত, করিল উত্তর।
কাহারে এ কাযে প্রেরি, ভাবে ভূপবর॥
বিকট শকটাসুর সম্মুখে রহিছে।
তার মুখ চাহি তবে, ভূপতি কহিছে॥
"তোমারে এ কায সাজে ওহে দৈত্যবর।
মারিয়া অরিরে, কর সুস্থির অন্তর॥
চাপটিবে দুরাত্মারে চক্রনেমি তলে।
ছিণ্ডিয়া আনিবে পরে তুণ্ড বাহুবলে॥
অথবা শকট শিরে করিয়া ক্ষেপণ।
আচম্বিতে রহি দূরে, লইবে জীবন॥
পারত উড়ায়ে দুষ্টে আনিবে হেথায়।
চূর্ণিব, এ ভুজদণ্ড দণ্ডিয়া মাথায়॥
দেখিব কতেক বল, ধরে পাপাচার।

খণ্ডিব বিগত ক্ষোভ, মারিয়া আছাড় ॥
দৈত্যা পুতনারে, পাপী বধে যেই করে।
ছিণ্ডিয়া পূরিবে পেট, অসুর নিকরে ॥
যে সূত্রে শক্ররে পার, করিয়া নিধন।
লইবে প্রসাদ আসি যাহা লয় মনঃ ॥
এই রূপ কহি নৃপ নীরব হইল।
হাসিয়া শকটাসুর বিদায় লইল ॥
চলি গেল ঘরে আর শূর যতজন।
অভিষিক্ত দৈত্য ব্রজে করিল গমন ॥
উঠিল অনগ শূন্য অসুর সহিত।
ঘুরাইয়ে চক্র নেমি চলিল ত্বরিত ॥
কালিন্দীর নীর লঙ্ঘি, গোকুলে পশিল।
দেখি বন সুশোভন দানব নামিল ॥
ফল হস্তে দাঁড়াইয়া দীর্ঘ বৃক্ষগণ।
ভঙ্গিতে পথিক ব্রাজ করে আবাহন ॥
সারী শুকে বসি সুখে ভুঞ্জিতেছে সুখ।
পলাইল নীড় ছাড়ি হেরি দৈত্যমুখ ॥
দেখিয়া দনুজ যত মঞ্জু কুঞ্জবন।
যাপিতে যামিনী তথা করিল মনন ॥
তরু ফল ভাঙ্গি জল করি আনয়ন।
সুস্থ শাখী ছায়া তলে সুস্থিল জীবন ॥
দিবস যাইছে ক্রমে, নিশা আগমন।
সুন্দর শোভাতে কিবা শোভিল ভুবন ॥
আসি প্রিয়ে বলি রবি কার্য্য সাঙ্গ করি।
বিদায় চাহিল এবে কিরণ সংহরি ॥
লাজে তনু ললনার সদা টল টল।

হাতে পায়ে বাঁধি লব, রাত্রি অবসানে॥"
এতেক কহিয়া বীর নীরব হইল।
চমকিয়া কংসদূত চৌদিকে চাহিল॥
শিয়রের চারিধারে ফিরায় নয়ন।
কোথা আর বীর সেই বারিদ বরণ॥
পাবক স্ফুলিঙ্গ সম খদ্যোত নিকর।
উঠিছে ঝরিছে কত তরুলতাপর॥
দূরেতে নিকুঞ্জ মধ্যে নিবাসে আঁধার।
দেখিয়া ভৈরব সম, দানব আকার॥
সুপ্তভাবে রয় স্থিত মহীরুহ সব।
থাকি থাকি পাখী কোন করিতেছে রব॥
স্বভাব নিস্তব্ধ ভাবে করিয়া শয়ন।
প্রহরী হাঁকিছে যেন, লইতে নিস্বন॥
কোন তরু হৈতে পুষ্প হইছে পতন।
ঘুমের আবেশে কিবা খসে আভরণ॥
নিরখি অশুভ স্বপ্ন, কংসের কিঙ্কর।
মনে মনে এই রূপ ভাবে অতঃপর॥
কে এই পুরুষ বীর নারিনু চিনিতে।
পলাইল কোথা, মোরে আঁধারিয়া চিতে॥
ভুঞ্জিতে ছিলাম সুখ নিদ্রার উৎসঙ্গে।
এ হেন সময় আসি ভাঙ্গিল সে রঙ্গে॥
কহিল আমারে "আমি শমন কিঙ্কর।
আজি নিশাগতে তোরে লব যম ঘর॥"
অধর না ধরে হাস এ কথা শুনিয়া।
পড়িবে ধরার অঙ্গে মেরু উলটিয়া?॥
শৈশব হইতে, এই শরীর দুর্জ্জয়।

করিতে, করিনু কত মত জীবক্ষয়॥
শতেক বৎসরে যেই ভীম শৃঙ্গধর।
বিস্তারিয়া অঙ্গ স্বীয় স্পর্শিল অম্বর॥
এক দিন মধ্যে তাহে সমূলে ছেদন।
করিয়া, কে পারে ভূমে করিতে ক্ষেপণ॥
অশনি সমান এই ভুজ ভয়ঙ্কর।
দেখিলে আপনি যম কম্পে থর থর॥
ইহার আঘাতে কার বাঁচিবে জীবন।
চূর্ণিব অরির শিরঃ পাইব যখন॥
কোথা কৃমি ক্লেশকারী, কোথা বা অনল।
কেমনে ছিঁড়িবে মম তন্ত্র, নখীদল॥
কোথা আছে জীব হেন, অবনী ভিতর।
ধরিবে আমার অঙ্গ, ভুলি মৃত্যু ডর॥
না জানি কংসের বৈরী, জানে মায়া কত।
আতঙ্কে কুহক বুঝি, বিস্তারে এমত

এতেক ভাবিছে দৈত্য নিকুঞ্জ ভিতরে।
কূজনিল পাখী ক্রমে সুমধুর স্বরে॥
গোপেশ সদনে যথা করিয়া শয়ন।
পশিল সেখানে সুখ কানন কূজন॥
উঠিলেন নন্দরাজ, ত্যজিয়া অলস।
শুনিল গাইছে কুঞ্জে কোকিল সরস॥
নলিনী ধনীরে যথা, প্রভাতে ভাস্কর।
জাগায় ধরিয়া অঙ্গ, বাড়াইয়া কর॥
যশোদারে ধরি করে, যশোদারমণ।
উঠাইছে কর দুটী, করিয়া ধারণ॥
শিহরিল হৃদে রামা, চমকি চাহিল।

নম্রমুখী কমলিনী আস্যে দিল দল ॥
সুবর্ণ মিহির থান যেতে ধীরেধীরে।
পৃষ্ঠে নাহি চাহি দেখে, অস্তাচল শিরে ॥
শরীর ঠেকিয়া যেন, পড়ি অকস্মাৎ।
ধরিল ভূধর অঙ্গ বাড়াইয়া হাত ॥
লম্বমান হয়ে পরে নাহি সহে ক্লেশ।
পশ্চিম সাগরে ঝম্প দেন অবশেষ ॥
" মরিল মরিল সূর্য্য " বলি পাখী সব।
ডাকিয়া উঠিল তারা করি কলরব ॥
সে ধ্বনি অমনি শুনি ধায় অন্ধকার।
মরিল ভাস্কর যদি ভয় কারে আর ॥
ভীমরূপা অন্ধকারে হেরে ভৃঙ্গকুল।
লুকায় নলিনী হৃদে হইয়া আকুল ॥
হাসিল কুমুদ, দুঃখে চক্রবাকী ধায়।
তারাগণে উপহাসি খদ্যোত বেড়ায় ॥
বন তপস্বিনী ধনী ধুতুরা ফুটিল।
যার পাশে নাহি আশে মধুপ কুটিল ॥
ধরার বিশ্রাম হেতু ধরি তরুশাখা।
সুস্বনে পবন কিবা দোলাইছে পাখা ॥
সুন্দর নিকুঞ্জ এক সম্মুখে দেখিয়া।
দানব তাহার মধ্যে বসিল যাইয়া ॥
বিধবা করিয়া কত লতিকা শোভনে।
এক স্থানে পুষ্পরাশি স্থাপিল যতনে ॥
রচিল তাহাতে এক রুচ্য শয়নীয়।
রতি হেরে ইচ্ছা করে ভাতি অতি প্রিয় ॥
নিজে নিদ্রাদেবী, দৈত্য অঙ্কেতে লইয়া।

সোহাগে শয়ন তাহে করিল, আসিয়া ॥
করিতে সর্ব্বরী হেন, সুখেতে যাপন।
নিশা ঘোরে স্বপ্ন এক কৈল দরশন ॥

হাতে দণ্ড চণ্ড সম, মেঘের বরণ।
দীর্ঘকায় স্থূল গায় মূরতি ভীষণ ॥
শিয়রে দাড়ায়ে কিবা বীর একজন।
কহিছে সম্ভাষি দৈত্যে এতেক বচন ॥

" শমন কিঙ্কর আমি শুন দুরাচার।
দমন করিয়া ভ্রমি, অধর্ম্ম-বিকার ॥
আজি নিশাগতে তোরে লব যমঘরে।
চেয়ে দেখ. রজ্জু এই আছে মম করে ॥
কত প্রাণী হানি করি পূরিলি উদর।
বাড়াইলি হিংসিবারে ভীম কলেবর ॥
এই দণ্ডে সমুচিত পাবি দণ্ড তার।
কীটেতে কাটিয়া দেহ করিবে আহার ॥
শোণিত শুষিয়া স্ফীত হইল শরীর।
দহিবে জীবন এবে বিনে কণা নীর ॥
অনাথা মাতার কত হরিয়া নন্দন।
শোক সিন্ধু উথলিয়া ভাসালি বদন ॥
দুঃখ হ্রদে পড়ি এবে করিবি রোদন।
আর্ত্তস্বর কেহ নাহি করিবে শ্রবণ ॥
ছিড়িলি কতেক জীব-তুণ্ড, পাপাচারি।
তীক্ষ্ণ নখী ছিঁড়ি নাড়ী, দিবে ফল তারি ॥
শিশু নাশি হৃদে কার জ্বালিলি আগুন।
দহিবে কালাগ্নি এবে উষ্ম শত গুণ ॥
ধর্ম্মপুরে নিতে তোরে রহি এই স্থানে।

লাজেতে অঞ্চল তুলি আস্যে চাপাইল ॥
বহিছে শীতলানিল, উড়িছে কুন্তল।
সঘনে আবরে কেশ, বদন বিমল ॥
সৌদামিনী ভাবি কিবা সুন্দর আননে।
কেশ পাশ কাদম্বিনী, তাহে আবরণে ॥
ভাসিল চৌদিকে এবে মধুর শিঞ্জিত।
তা সহ কামিনী কত হয় উপনীত ॥
স্বনিছে নূপুর পায়ে, নিতম্বে রসনা।
রুচিরাভরণে যত সাজে বরাঙ্গনা ॥
দুলিছে দুকূল মাঝে অঞ্চল উজ্জ্বল।
হ্লাদিনী হৃদয়ে কিবা কৌমুদী তরল ॥
আবরিছে উচ্চ কুচ চিক্কণ কাঁচলি।
রবিকর জালে যেন কমলের কলি ॥
ফণী সম বেণী কিবা কবরী ভিতরে।
কুণ্ডলি পাকায়ে এবে অবস্থিতি করে ॥
কামড়ে না কামিনীরে যবে পৃষ্ঠে পড়ে।
দূরে থাকি নিরখিয়া বিষে অঙ্গ জ্বরে ॥
শোভিছে শ্রবণ মাঝে শুভ্র মুক্তাফল।
সুবর্ণ লতিকা শিরে যেন পুষ্পদল ॥
সাজিছে সীমন্ত শেষে, সিন্দূর শোভন।
অলাত মধ্যেতে অগ্নি কণিকা যেমন ॥
শশব্যস্তা হয়ে ত্রস্ত যশোদা উঠিল।
আসন বিছায়ে সবে, যত্নে বসাইল ॥
উৎসব দিবস আজি জানিয়া রমণী।
রোহিণীরে ডাকিবারে চলিল তখনি ॥
দেখিয়া কিশোরে কোলে, ধরিয়া যতনে।

লভিছে বিরাম ধনী, রহিয়া শয়নে॥
অস্ফুট অম্বুজ এক বরণ বিশদ।
রহেছে উজ্জ্বলি মরি, সরসীর হ্রদ॥
ধাক্কা মারি নন্দরাণী জাগায় ধনীরে।
চমকিয়া উঠি বামা, শয্যা ত্যজে ধীরে॥
যশোদার মুখে বার্ত্তা করিয়া শ্রবণ।
চলিল শিশুকে বুকে করিয়া স্থাপন॥
বৈসে যথা বামা বৃন্দ, গোপেশ সদনে।
আসে তথা ত্বরা রামা, রোহিণীর সনে॥
উঠিল রমণীকুল, অমনি সত্বরে।
যমুনার পূজা জন্য আয়োজন করে॥
নৈবেদ্য নাগরী কোন করেতে লইল।
কোন বামা ঘট এক কক্ষেতে ধরিল॥
থাকিয়া থাকিয়া কেহ করে শংখ ধ্বনি।
সলিলের ঝারা কোন দিতেছে রমণী॥
ফুল ডালা নিল কেহ কুসুমেরি হার।
চলিল কামিনী কুল, কুসুম আকার॥
ক্রমে যায়ে কালিন্দীর তীরে উত্তরিল।
মন্ত্র পড়ি বিপ্র, ভানুসুতারে পূজিল॥
তরঙ্গ অঙ্গেতে মালা ভাসিয়া বেড়ায়।
আভরণ পায়ে ধুনী আস্ফালিছে পায়॥
সলিল সঙ্কুল কূলে ঘন উথলিছে।
বোধ হয় উপহার আবার চাহিছে॥
তা সহ কুসুম কত তটেতে আসিছে।
পুনরপি অম্বুরাশি, নদীতে ফিরিছে॥
এমতে পুষ্পেতে তীর সাজায় তরঙ্গ।

সুখে স্রোতস্বতী সতী, দেখে সেই রঙ্গ॥
পূজা সাঙ্গ হইলে পরে কামিনী কতেকে।
স্নান আশে ধীরে নীরে নামে একে একে॥
আচম্বিতে বাহিনীতে ফুটিল কমল।
হেলিয়া চলিয়া যাহে পড়ে উর্ম্মিদল॥
অমল অঞ্চল কার স্রোতে ভাসি যায়।
তরঙ্গিণী রঙ্গে বুঝি বসন এলায়॥
কোন বামা নিরুপমা, নির্ম্মল সলিলে।
আদরে রুচির শিরঃ, নিমগ্ন করিলে॥
কমল ভেদিয়া কান্তি হইছে বাহির।
প্রত্যূষে বারীশে যেন ভাতিছে মিহির॥
কবরী উপরি কার ছিল রম্য ফুল।
স্রোতে পড়ি ভাসি যায়, এলাইতে চুল॥
কমল কুসুম যেন পায়ে স্রোতস্বতী।
পারাবারে অর্পিবারে যায় দ্রুতগতি॥
শিশুকে কামিনী কত কূলেতে লইয়া।
কালিন্দীর নীর অঙ্গে, দেয় ছড়াইয়া॥
শোভন চরণ গুলি, জিনে নীলোৎপল।
উজ্জ্বলিছে অবয়বে, সলিল বিমল॥
অনুমানি অংশুমালী, উষার সময়।
সলিলে স্থাপিল স্বীয় ছবি রক্তময়॥
কিম্বা বারিনিধি হৃদ, প্রবাল রুচির।
ত্যজিয়া, সোহাগে পশে, যমুনারি নীর॥

এই রূপে রামাগণ কার্য্য সাঙ্গ করি।
বাজাইল শংখ ঘন, অধরেতে ধরি॥

প্রভাতে উঠিয়া দুষ্ট শকট দানব।

বিহারিছে বন ব্রজে, দেখিয়া উৎসব ॥
ডাকিছে বিহগকুল, বিমোহিয়া মনঃ।
ভ্রমিছে সমীর, সুখে হরি ফুলধন ॥
নিশান্তে অলস ত্যজি, তরুলতাগণ।
অঙ্গেতে সুশান্ত বায়ু, করিছে সেবন ॥
ভুলায়ে নলিনী হৃদে, বসিতে ভ্রমর।
গুন গুন রবে ভ্রমে, সরসী উপর ॥
সে রঙ্গ দেখিতে দেখ বিহঙ্গ নিকর।
তটেতে বসিয়া রহে, সুখিত অন্তর ॥
পাছে লজ্জা দিয়ে ম্লানা করিবে ভাস্কর।
হাসে কত কুলবধূ, নিকুঞ্জ ভিতর ॥
একাকী পাইয়া কোথা, মাধবী মুকুল।
ভাঙ্গিতেছে কুল মান, মিলে অলিকুল ॥
সুরভি যাইয়ে বার্ত্তা দিতেছে সকলে।
আসি ভৃঙ্গচয় রঙ্গ দেখে কুতূহলে ॥
সর্ব্বরীরে স্মরি কত লতিকা শোভন।
নিহার নয়ন ধার, করে বিসর্জ্জন ॥
এ হেন মোহন বিভা নিরখিয়া বীর।
ক্রমে আসি উপস্থিত কালিন্দীর তীর ॥
এমন সময়ে সেই শংখের নিক্কণ।
পশিল দৈত্যের দীর্ঘ বিস্তৃত শ্রবণ ॥
চাহিল চৌদিকে ভীম, ফিরায়ে আনন।
নারী বৃন্দে নদীকূলে, করে নিরীক্ষণ ॥
কার করে জল ঝারা থাল মনোহর।
রক্ষিতেছে ঘট কেহ, রুচ্য কট্যুপর ॥
কোন নারী কম্বু ধরি, রক্ষিয়া অধরে।

বাজাইছে মুখে চারি দিগ ভেদ করে॥
অঙ্গের বসন কার, উড়িছে পবনে।
আবরিছে আস্য কেহ, বাস আবরণে॥
খেলিছে রবির ছবি, কাহার অঞ্চলে।
রঙ্গ করি রঙ্গিণীরা নানা ভঙ্গে চলে॥
দেখিয়া কৌতুক হেন, দনুজ ইচ্ছিল।
কি করে কামিনীকুল, দেখিতে হইল॥
কেশরীরে হেরি, কিন্তু কুরঙ্গী পলায়।
তাই চিতে ভাবি ভীম, সম্মুখে না যায়॥
অম্বরে সত্বরে উঠি, অলক্ষিতে চলে।
যেই পথে যায় ব্রজ রমণী সকলে॥
যথা অন্তরীক্ষে ঋক্ষ করে বিচরণ।
আসি বিবস্বান যবে বিস্তারে কিরণ॥
ক্রমে কামিনীরা যায়ে গেহে উত্তরিল।
অসুর অম্বর পথে আসীন হইল॥
পশিল প্রমদাকুল প্রচ্ছদ ভিতর।
হুলাহুলি গণ্ডগোল উঠিল বিস্তর॥
ফেলিয়া দুকূল দূরে, খুলি আভরণ।
মহানন্দে মহিলারা করিল গমন॥
নিশান্তে নিরখি, হায়, লতিকা যেমন।
অঙ্গ হৈতে ফেলে ফুল, মূলেতে আপন॥
বাঁধা বেণী পৃষ্ঠে কার এলায়ে পড়িছে।
বহ্নিতাপে বনে ফণী, পলাতে চাহিছে॥
স্বেদ বারি বহে কার সুন্দর বদনে।
প্রত্যূষে তুষার যথা, সরজ শোভনে॥
ভিজিল বসন কার গাত্র ঘর্ম্ম জলে।

নিদাঘে কুন্তল, বারি বর্ষে, মেঘ ছলে ॥
এই মত রামা কত বন্ধনে মাতিছে।
সুবর্ণ পুত্তলী, অগ্নি উত্তাপে দলিছে ॥
শ্বেত শৈলাকারে কেহ, রাঁধিছে ওদন।
সরস পায়স পিষ্ট, বিবিধ ব্যঞ্জন।
গন্ধবহ সহ গন্ধ উঠিছে গগণে।
আঘ্রাণি অসুর বড়, আনন্দিত মনে ॥
নামিল নন্দের পুরে সত্বর দানব।
নিরখিল রমণীরা করিছে উৎসব ॥
দূরেতে জ্বলিছে মণি, দেখিয়া যেমন।
পথিক ধাইয়া যায় করিতে গ্রহণ ॥
অলিন্দে আত্মজে এক, হেরিয়া অমনি।
ধাইয়া নিকটে ভীম আইল তখনি ॥
দেখি রূপ অত্যদ্ভুত, করিল মনন।
হরে লব বালকেরে, উড়ায়ে পবন ॥
আচম্বিতে চারি ভিতে ডাকিল শ্বসন।
ঘন ঘনাকারে ধূলা, ঢাকিল গগণ ॥
আঁধারিল নন্দপুরী, ঘোর অন্ধকারে।
কাঁপিছে কামিনী কুল, দানব হুঙ্কারে ॥
মূর্চ্ছিতা মহিলা কত, চাপিয়া দশন।
সভয়ে ভূতলে কেহ হইছে পতন ॥
আছাড়ি পাড়িল বৃক্ষ, অবনী উপর।
স্থাপন করিয়া ভূমে, শাখা রূপ কর ॥
ছিন্ন ভিন্ন লতা পাতা, চৌদিকে উড়িছে।
হাঁটু পাতি চাল কত ভাঙ্গিয়া পড়িছে ॥
ভয়ে গাভী গোষ্ঠী গোষ্ঠে করিছে পয়ান।

ব্যাকুল বিহগকুল, নীড় কম্পবান॥
যেখানে গোপেশ সুখে বসিয়া আসনে।
নড়িল গৃহের চূড়া, যেন ভূকম্পনে॥
দুলিল যতেক দ্বার ঘোর ঝন্‌ঝনে।
কাঁপিল স্তম্ভের শিরঃ, হেরিল নয়নে॥
মুদিল দু কর গোপ, অম্বিকার ধ্যানে।
পাইল প্রসাদে যার, সাধের সন্তানে॥
কৈলাসে বসিয়া উমা কহিল জয়ারে।
"কে ডাকে আমারে ভবে রক্ষহ তাহারে॥"
অপর্ণা এতেক কহি নীরব হইল।
ক্ষণকাল রহি জয়, ধনী উত্তরিল॥
"একট শকটাসুর কংসের কিঙ্কর।
করিছে উৎপাত বড়, গোকুল ভিতর॥
আতঙ্কে তোমারে ডাকে যশোদারমণ।
যা হয় উপায় তার করহ এখন॥"
স্মরিয়া শিবের দূতে শিবানী অমনি।
প্রেরণ করিল তারে পৃথ্বীতে তখনি॥
আইল ঈশান দূত, অবনী উপর।
কাঁপিল অনন্তদেব, করি থর থর॥
হৈমসিংহাসনে বসি কংস নরপতি।
চমকি চৌদিকে চান, ভীত চিত্তে অতি॥

ইতি শ্রীকংসবিনাশ কাব্যে শিবদূতস্য
ধরাগমনো নাম চতুর্থঃ সর্গঃ।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।

— — —